

শিশু আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)

[২০ জুন, ২০১৩]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রাখিতে এতদ্বয়ে একটি সংস্কৃত আইন

একটি নূতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণোত্ত আইন

যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সনদ এর বিধানাদলী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রাখিতে উচ্চ পুনঃপ্রণয়ন ও সংস্থ করিবার লক্ষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
এবং প্রবর্তন

১। (১) এই আইন শিশু আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

* এস, আর, ৩ নং ২৭৫-আইন/২০১৩, দ্বারা ৬ ডিসেম্বর, ১৮২০ বঙ্গাব্দ মোগাবেক ২১ আগস্ট
২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত আইন কার্যকর করা হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রস্তাবের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ‘অধিদপ্তর’ অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(২) ‘আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক’ অর্থ এমন কোন বক্তি যিনি Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর অধীনে, শিশুর কল্যাণার্থে, আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক (guardian);

(৩) ‘আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু (Children in Conflict with the Law)’ অর্থ এমন কোন শিশু যে, দণ্ডবিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন

অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী মায়স্ত;

- (৪) ‘আইনের সংসর্ক্ষে আমা শিশু (Children in Contact with the Law)’ অর্থ এমন কোন শিশু, যে বিদ্যমান কোন আইনের অধীনে কোন অপরাধের শিকায় বা সাক্ষী;
- (৫) ‘দণ্ডবিধি’ অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);
- (৬) ‘ধারা’ অর্থ এই আইনের কোন ধারা;
- (৭) ‘নিরাপদ স্থান (Safe Home)’ অর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা এমন কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান যাহার কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন শিশু-আদালত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা, ক্ষেপণত, অন্ত কোন বক্সি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার দায়িত্ব পালন করে;
- (৮) ‘প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান’ অর্থ ধারা ৫৯ ও ৬০ এ উল্লিখিত কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান;
- (৯) ‘প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer)’ অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত কোন প্রবেশন কর্মকর্তা;
- (১০) ‘ফোজদারী কার্যবিধি’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);
- (১১) ‘বর্ধিত পরিবার (extended family)’ অর্থ দাদা, দাদী, নামা, নানী, চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভগু, ভগুপতি বা এইরূপ রঞ্জস্পকৰ্ণীয় অথবা আত্মায়তার বন্ধনে আবদ্ধ কোন আত্মায়ের পরিবার;
- (১২) ‘বিকল্প পরিচর্যা (alternative care)’ অর্থ ধারা ৮৪ এর অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা;
- (১৩) ‘বিকল্পদণ্ড (diversion)’ অর্থ ধারা ৪৮ এর অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা;
- (১৪) ‘বক্সি’ অর্থে, প্রযোজ্য ক্ষেপণ, কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৫) ‘বোর্ড’ বা ‘শিশুকল্যাণ বোর্ড’ অর্থ ধারা ৭, ৮ ও ৯ এর অধীন গঠিত, ক্ষেপণত, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড;
- (১৬) ‘ভিন্ন’ অর্থ কোন বক্সির নিকট হইতে অর্থ, অন্ত, বন্ধ বা অন্ত কোন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশ্য-
- (ক) কোন শিশুকে প্রদর্শন বা ব্যবহার করিয়া প্রকাশ স্থানে নাচ, গান, ডাগড় গণনা, পরিষে স্বক পাঠ অথবা ভিন্ন কোন কলা-কোশল গ্রহণ করা, ভান করিয়া হউক বা না হউক; বা
- (খ) কোন শিশুর দেহে অনেতিক প্রতিক্রিয়া ঘা, ঝর্ত, আঘাত সৃষ্টি করা বা শিশুকে বিকলাঙ্গতায় পরিণত করা এবং অনুরূপ ঘা, ঝর্ত, আঘাত বা বিকলাঙ্গতা প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনের জন্ত অনাবৃত রাখা; বা
- (গ) মাদকদ্রব্য বা ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কোন শিশুকে নিষেজ বা নির্জীব করিয়া রাখা বা ভিন্ন কোন উপায়ে মৃত হিসাবে মাজাইয়া রাখা;
- ১[(১৬ক) “ম্যাজিস্ট্রেট” অর্থ ফোজদারী কার্যবিধির ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যাহার অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখিয়াছে;]

- (১৭) 'শিশু' অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত শিশু হিসাবে নির্ধারিত কোন বক্তি;
- ২[(১৮) "শিশু-আদালত" অর্থ ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কোনো আদালত;]
- (১৯) 'শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র' অর্থ ধারা ৫৯ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র;
- (২০) 'শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা' অর্থ ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেক্ট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা;
- (২১) 'সমাজকর্মী' অর্থ অধিদপ্তরে বা উহার অধীনে কর্মরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী বা পৌর সমাজকর্মী অথবা খালাম্বা, বড়জাইয়া বা উকুলপ সমমানের কোন কর্মী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যিনি শিশুদের সেবাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট;
- (২২) 'সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন' অর্থ ধারা ৩১ এ উল্লিখিত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন;
- (২৩) 'সুবিধাবিহীন শিশু' অর্থ ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন শিশু;
- (২৪) 'সভাপতি' অর্থ, ক্ষেপ্তব্য, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সভাপতি।

আইনের প্রাধান্ত

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্ত কোন আইনে ভিন্নতর যাথ কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্ত পাইবে।

শিশু

৪। বিদ্যমান অন্ত কোন আইনে ভিন্নতর যাথ কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনুর্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল বক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যয়

প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রবেশন কর্মকর্তা

- ৫। (১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেপ্তব্য, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাথ কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার অবস্থাহিত পূর্বে, বিদ্যমান অন্ত কোন আইনের অধীন কোন বক্তিকে প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হইলে, তিনি, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, এই আইনের অধীন প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন যেন তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
- (৩) কোন এলাকায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ না করা পর্যন্ত সরকার, প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য, অধিদপ্তরে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমাজসেবা কর্মকর্তা বা সমমানের অন্ত কোন কর্মকর্তাকে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

প্রবেশন

কর্মকর্তার দায়িত্ব

৬। প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

৩ কর্তব্য

- শিশু আইন, ২০১৭
- (ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন করা হইলে অথবা অন্য কোনভাবে থানায় আগত হইলে, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে,-
- (অ) আনয়ন বা আগমনের কারণ অবগত হওয়া;
- (আ) সংশ্লিষ্ট শিশুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাহাকে আপ্ত করা;
- (ই) সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করিতে পুলিশের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা;
- (ঈ) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতার সন্ধান করা এবং তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পুলিশকে সহায়তা করা;
- (উ) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সহিত শিশুর জামিনের সম্মতিগত শাচাই বা, ক্ষেপণত, তাঁক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার প্রেক্ষপট মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপত্র গ্রহণ করা;
- (ঊ) বিকল্পপত্র অবলম্বন বা যুক্তিপ্রত কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে আদালতে প্রথম শাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা; এবং
- (ঋ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;
- (খ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থিত করা হইলে-
- (অ) আদালতে অবস্থান বা বিচারকালীন আদালতে উপস্থিত থাকা এবং, যখনই প্রয়োজন হইবে, সংশ্লিষ্ট শিশুকে, যতদূর সম্ভব, সঙ্গ প্রদান করা;
- (আ) সরেজামিনে অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিশু ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনাপ্রয়োগে, সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং আদালতে দাখিল করা;
- (ই) শিশুকে, প্রয়োজনে, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদানসহ শিশুর দক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- (ঈ) শিশুর জন্য নগয়বিচার নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, উপ-দফা (ই) এর উদ্দেশকে ঝুঁঁত না করিয়া, প্রয়োজনে, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সহিত যোগাযোগ করা এবং শিশুর দক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; এবং
- (উ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;
- (গ) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইলে, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে,-
- (অ) প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক নথি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা;

(আ) ধারা ৮৪ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ ও যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা;

(ই) নিয়মিত বিবরিতে শিশুর সহিত সাক্ষাৎ করা বা শিশুর ইচ্ছা অনুযায়ী আহার যাচিত সময়ে আহারকে সাক্ষাৎ প্রদান করা;

(উ) মাতা-পিতা, বর্ধিত পরিবার বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কি না আহা, যতদূর সম্ভব, পর্যবেক্ষণ বা মনিটর করা;

(ঋ) শিশুর আনুষ্ঠানিক ও কারিগরী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদত্ত হইতেছে কি না আহা সরেজমিনে অদারকি করা;

(ঌ) নিয়মিত বিবরিতে, শিশুর আচরণ এবং শিশুর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যথার্থতা সম্পর্কে, আদালতকে অবহিত করা এবং আদালত কর্তৃক তত্ত্ববক্তৃ প্রতিবেদন দাখিল করা;

(খ) শিশুকে সৎ উপদেশ প্রদান করা, যথাসম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া তোলা এবং এতদুদ্দেশ্যে আহারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা; এবং

(এ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ঘ) আইনের সংসর্ষে আমা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(অ) বিকল্পপদ্ধা বা বিকল্প পরিচর্যার শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ করা; এবং

(আ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুকল্পণ বোর্ড এবং উহার কার্যাবলি

জাতীয় শিশুকল্পণ বোর্ড ও উহার কার্যাবলি

৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘জাতীয় শিশুকল্পণ বোর্ড’ নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) সমাজকল্পণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্পণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) জাতীয় সংসদের স্বীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মহিলা সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(ঘ) মহাপুলিশ পরিদর্শক বা অদকর্তৃক মনোনীত অনুচ্ছে উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সমাজকল্পণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(চ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(জ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

- (ঝ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছন যুক্তসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;
- (ঞ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছন যুক্তসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;
- (ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছন যুক্তসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;
- (ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছন যুক্তসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;
- (ড) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অনুচ্ছন যুক্তসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;
- (ঢ) ময়া-কারা পরিদর্শক;
- (ণ) ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে;
- (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক;
- (থ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (দ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (ধ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (ন) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (প) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (ফ) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা তৎকর্তৃক মনোনীত উহার কার্যনির্বাহী কমিটির ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
- (ঘ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (ঙ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক, পদাধিকারবলে;
- (ম) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণমান্ড ব্যক্তি;
- (ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জেলা পর্যায়ে কার্যপ্রয় রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সেচ্ছামেৰী শিশুবিষয়ক সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
- (঱) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;
- (২) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :-
- (ক) শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রয় তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবৌক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- (খ) সুবিধাবপ্তি শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের-
- (আ) পরিবার ও সমাজ জীবনে দুনঃএকীকরণ এবং পুনর্বাসন সংপ্রস্ত নৌতিমালা প্রাপ্যন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;
- (আ) কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে আহাদের লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যা নিকাপণ এবং আহাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সমন্বে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসূর্বক এতদ্বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

- (୩) ଜନ୍ୟ, ପ୍ରୋଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରେ, ପ୍ରୋଜ୍ଞନୀୟ ବିକଳ୍ପପଣ୍ଡା ଯା ବିକଳ୍ପ ପରିଚାର୍ୟାର ଉପାୟ ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳପ ପଣ୍ଡା ଯା ପରିଚାର୍ୟାର ଆୱାସାୟିନ ଶିଖିର ତଥ୍ୟ ଓ ଉପାୟ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା;
- (୪) ଜେଳା ଶିଖିକଳ୍ପଣ ବୋର୍ଡ' ଏର ମୁଦ୍ରାରିଷ ଅନୁମୋଦନ;
- (୫) ଜେଳା ଏବଂ ଉପଜେଳା ଶିଖିକଳ୍ପଣ ବୋର୍ଡ' ଏର-
- (ଆ) ନୌତିମାଳା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ, ପ୍ରୋଜ୍ଞନେ, ମୁଦ୍ରାରିଷ ଓ ଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପ୍ରଦାନ;
 - (ଆ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କେ, ସମୟ ସମୟ, ଆହାଦେର ନିକଟ ହିଁତେ ପ୍ରତିବେଦନ ଆହ୍ସାନ ଏବଂ ଆହାଦେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧନେର ଜନ୍ୟ, ପ୍ରୋଜ୍ଞନେ, ଆନ୍ତଃବୋର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଜାର ଆୟୋଜନ;
- (୬) ଉପରି-ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳି ସମ୍ପାଦନେର ପ୍ରୋଜ୍ଞନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ।

ଜେଳା ଶିଖିକଳ୍ପଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଉଥର କାର୍ଯ୍ୟବଳି

୮। (୧) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଳାୟ, ନିମ୍ନବର୍ଗିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟେ, 'ଜେଳା ଶିଖିକଳ୍ପଣ ବୋର୍ଡ' ନାମେ ଏକଟି କରିଯା ବୋର୍ଡ ଗଠିତ ହେବେ, ସଥା :-

- (କ) ଜେଳା ପ୍ରଶାସକ, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ, ଯିନି ଇଥର ମଜାପତିତ ହେବେ;
- (ଖ) ଜେଳା ପୁଲିଶ ମୁଦ୍ରାରିନଟେନଡେନ୍ଟ, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଗ) ଜେଳା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କମିଟିର ଚେଯାରମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ମନୋନୀତ ଏକଜନ ପ୍ରତିନିଧି;
- (ଘ) ମିଡିଲ ମାର୍ଜନ, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଙ୍ଗ) 'ଜେଳା'ର ଜେଳ ମୁଦ୍ରାରିନଟେନଡେନ୍ଟ;
- (ଘ) ଜେଳା ଶିଖିଯିଷ୍ୟକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଙ୍ଘ) ଜେଳା ଶିଖିକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଘ) ଜେଳା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଖିକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଘ) ଜେଳା ସମାଜମେୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳ୍ୟେର ଉପ-ପରିଚାଳକ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ମନୋନୀତ ୨(ଦୁଇ) ଜନ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା;
- (ଘ୍ର) ଜେଳା ତଥ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପଦାଧିକାରୀଙ୍କେ;
- (ଟ) ଜାତୀୟ ମହିଳା ସଂସ୍ଥାର ଜେଳା କମିଟିର ଚେଯାରମଧ୍ୟ;
- (ଟ୍ଟ) ଜେଳା ଆଇନଜୀବୀ ସମିତିର ମଜାପତି;
- (ଡ) ଜେଳାର ପାବଲିକ ପ୍ରସିକିଡ଼ିଟର;
- (ଢ) ଜେଳା ପ୍ରଶାସକ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ମନୋନୀତ ସଂପିଷ୍ଟ ଜେଳାର ୨ (ଦୁଇ) ଜନ ଗଣ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂକଷିତ;
- (୪) ଜେଳା ପ୍ରଶାସକ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ମନୋନୀତ ଶିଖିଯିଷ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟବଳିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂପିଷ୍ଟ ଜେଳାର ସେମରକାରି ସ୍ଵେଚ୍ଛମେୟ ସଂସ୍ଥାର ୨ (ଦୁଇ) ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ସଦି ଥାକେ;
- (୫) ଜେଳା ସମାଜମେୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳ୍ୟେର ଉପ-ପରିଚାଳକ, ଯିନି ଇଥର ମଦମ୍ୟ-ମଚିଯତ ହେବେ;
- (୬) ଜେଳା ଶିଖିକଳ୍ପଣ ବୋର୍ଡ ନିମ୍ନବର୍ଗିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳି ସମ୍ପାଦନ କରିଯେ, ସଥା :-

- (ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় বিদ্যমান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা, ক্ষেত্রিক, প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান, শিশুদের জন্য অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যপ্রয় অদায়কি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
- (খ) সুবিধাবলিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আমা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রিক, আঞ্চনিককে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তরূপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা;
- (গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
- (ঘ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সুপারিশ অনুমোদন বা, প্রয়োজনে, অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড-এ প্রেরণ;
- (ঙ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কার্যপ্রয় সম্পর্কে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহ্বান করা এবং উক্ত বোর্ড এর কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃবোর্ড সভার আয়োজন;
- (চ) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রিক, জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যদি সম্পর্কে আলোচনা ও শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যপ্রয় বা উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- (ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্তর্গত ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উহার কার্যাবলি

- ১। (১) প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ‘উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড’ নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-
- (ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;
- (গ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
- (ঘ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;
- (ঙ) থানা'র ডারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা;
- (চ) প্রবেশন কর্মকর্তা;
- (ছ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মিতার সভাপতি বা তদ্কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
- (জ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২ (দুই) জন গণমান্য ব্যক্তি;
- (ঝ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট উপজেলার বেসরকারি প্রেসচাম্বেরী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
- (ঞ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (২) ‘উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড’ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

- (ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যপ্রয় তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবোক্ষণ এবং মূলগ্রাহন;
- (খ) শুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের অসমৰ্পণ আসা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রমত, আহাদিগকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তক্রপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা;
- (গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- (ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং
- (ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

বোর্ডের মনোনীত কর্মকর্তার মেয়াদ, ইত্যাদি

১০। (১) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

অব্যে শর্ত থাকে যে, উক্তক্রপে মনোনীত কোন সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যেকোন সময়, সংশ্লিষ্ট সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত প্রয়োগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক উক্ত গৃহীত হইবার আরিখ হইতে পদাটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তদ্কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া তদস্থলে উপযুক্ত ন্যূনতম কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

বোর্ডের সভা

১১। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাদেক্ষে, বোর্ড উক্ত সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড এর সভা, উক্ত সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ৬(ছয়) মাসে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, প্রতি ৪(চার) মাসে জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং প্রতি ৩(তিনি) মাসে উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি বোর্ড এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, তদ্কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইক্রমে কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) মোট সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ড এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে প্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ড এর কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসমক্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

**জেলা শিশুকলমণ
বোর্ড এবং
উপজেলা
শিশুকলমণ বোর্ড
এর উপদেষ্টা**

- ১২। (১) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলা'র একজন সংসদ সদস্য জেলা শিশুকলমণ বোর্ড এর উপদেষ্টা হইবেন :
- অব্যে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট জেলায় কোন মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত মহিলা সংসদ সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।
- (২) উপজেলা পরিষদের মহিলা ডাইস চেয়ারম্যান উপজেলা শিশুকলমণ বোর্ড এর উপদেষ্টা হইবেন।
- (৩) জেলা ও উপজেলা শিশুকলমণ বোর্ড এর উপদেষ্টার দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুবিষয়ক ডেক্স, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, ইত্যাদি

শিশুবিষয়ক ডেক্স

- ১৩। (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতেক থানায়, সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নথেন এমন একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানক্রমে, একটি শিশুবিষয়ক ডেক্স গঠন করিবে :
- অব্যে শর্ত থাকে যে, কোন থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকিলে উক্ত ডেক্স' এর দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেক্স' এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে অভিহিত হইবেন।

**শিশুবিষয়ক
পুলিশ কর্মকর্তার
দায়িত্ব ও
কার্যাবলি**

- ১৪। শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:
- (ক) শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;
- (খ) কোন শিশু থানায় আসিলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হইলে-
- (আ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;
- (আ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপণ, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিশারিত অঞ্চলে আদালতে শাজির করিবার তারিখ জ্ঞাত করা;
- (ই) ত্রাণক্ষেপণ মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;
- (ঈ) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং, প্রয়োজনে, ফ্লিনিক বা শাস্তিগ্রামে প্রেরণ করা;
- (উ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (গ) সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হইতেছে কি না বা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ সনদ বা এতদ্রম্ভিক্ত বিপ্লবযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;
- (ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যোথভাবে শিশুর বিবরণে আনীত অভিযোগ মূলগ্রান্তপূর্বক বিকল্পসমূহ অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- (৬) বিকল্পসম্মত অবলম্বন বা কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে আদালতে প্রথম শাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;
- (৭) প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হইতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনিটেনডেন্ট এর কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ৩, ফ্রেমেত, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
- (৮) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা; এবং
- (৯) উপরি-উক্ত কার্যালয়ি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**পুলিশ রিপোর্ট
(investigation report) বা
অনুসন্ধান
প্রতিবেদন
(inquiry report) বা
তদন্ত প্রতিবেদন
(enquiry report)
পৃথকভাবে প্রস্তুত
ও আমলে গ্রহণ**

৩[১৫। (১) ফোজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অপরাধ সংঘটনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু জড়িত থাকিলে, পুলিশ রিপোর্ট (জি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা ফ্রেমেত, অনুসন্ধান প্রতিবেদন (সি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(২) ফোজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু কর্তৃক একপ্রে সংঘটিত কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণের ক্ষেত্রে আহাদের অপরাধ পৃথকভাবে আমলে গ্রহণ করিতে হইবে।]

**মামলা বিচারের
অন্য প্রেরণ বা
স্থানান্তর**

৪[১৫ক। কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়ার পর, মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া-

(ক) শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিগ্রহ শিশু আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিগ্রহ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন মামলা প্রেরণের বিষয়টি পার্যালিক প্রস্তরিক্তিরক্তে অবস্থিত করিতে হইবে।]

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-আদালত এবং উহার কার্যসূচালী

শিশু-আদালত

৫[১৬। (১) আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যে কোনো অপরাধের বিচার করিয়ার জন্য, প্রত্যেক জেলা সদরে শিশু-আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত থাকিবে।

(২) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল স্বীকৃত অধিক্ষেপে উপ-ধারা (১) এ উপস্থিতি শিশু আদালত হিসাবে গণ্য হইবে :

অব্যে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় উক্তকৃপা কোনো স্ট্রাইবুনাল না থাকিলে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেপে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু-আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) ধারা ১৫ক এর অধীন কোনো মামলা প্রেরিত না হইলে, শিশু-আদালত শিশু কর্তৃক সংঘটিত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।]

**শিশু-আদালতের
অধিবেশন ও
ক্ষমতা**

১৭। ৬[***]

৭[(৩) শিশু-আদালত বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থান, দিন এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন অনুষ্ঠান করিবে :

অব্যে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শিশু-আদালতের বিচারক তাহার স্বীয় বিবেচনায় বিচারের দিন, ক্ষণ, স্থান নির্ধারণ প্রমে, উহার অধিবেশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত করিবেন।]

(৪) সাধারণতঃ যে সকল দালান বা কামরায় এবং যে সকল দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহা বচ্ছীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোন দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের নৈম্য কাঠগড়া ও লালসালু যেৱা আদালতকক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোন দিবস ও সময়ে প্রাপ্তব্যক্ত বক্ষি বচ্ছীত শুধুমাত্র শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

**শিশু-আদালতের
ক্ষমতা**

৮[১৮। দায়রা আদালত যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারে শিশু-আদালতও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে।]

**শিশু-আদালতের
পরিবেশ ও
সুবিধাসমূহ**

১৯। (১) আদালতকক্ষের ধরন, সাজসজ্জা ও আসন বিনিয়োগ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) শিশু-আদালতের আসন বিনিয়োগ এমনভাবে করিতে হইবে যেন সকল শিশু বিচার প্রশিক্ষণ তাহার মাতা-পিতা বা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ণিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ও আইনজীবীর, যতদূর সম্ভব, সম্মিক্ষিত বসিতে পারে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া আদালতকক্ষে শিশুর জন্য উপযুক্ত আসনসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য, প্রয়োজনে, বিশেষ ধরনের আসন প্রদানের বিষয়টি শিশু-আদালত নিশ্চিত করিবে।

(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালীন, আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোন কর্মচারী আদালতকক্ষে তাহাদের পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফর্ম পরিধান করিতে পারিবেন না।

**শিশুর ব্যবস্থা
নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক
তাৰিখ**

২০। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ডিনোৱাপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যসূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তাৰিখই হইবে শিশুর ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তাৰিখ।

৯[*] ব্যবস্থা
অনুমান ও**

২১। (১) অভিযুক্ত হউক বা না হউক, এমন কোন শিশুকে কোন অপরাধের দায়ে বা কোন শিশুকে অন্য কোন ক্ষয়ণে শিশু-আদালতে সাক্ষী দানের উদ্দেশ্য বক্তিরেকে, আনয়ন কৰা হইলে এবং শিশু-

শিশু আইন, ২০১৭

আদালতের নিকট আহাকে শিশু বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে উক্ত শিশুর বয়স যাচাই এর জন্য শিশু-আদালত প্রয়োজনীয় অদ্ভুত ও শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অদ্ভুত ও শুনানিকালে যেইক্ষেপ সাক্ষাৎ-প্রমাণ পাওয়া যাইবে আহার ভিত্তিতে শিশুর বয়স সম্পর্কে শিশু-আদালত উহার মতামত লিপিবদ্ধ করিবে এবং শিশুর বয়স ঘোষণা করিবে।

(৩) বয়স নির্ধারণের উদ্দেশ্যে-

(ক) শিশু-আদালত যেকোন বক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যেকোন প্রাসপৰ্ক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি যাচিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি উপস্থাপন করিবার জন্য আদালত যেকোন বক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর সাক্ষীর সমন জারি করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন শিশু-আদালত কর্তৃক উদ্যোগিত এবং কোন শিশুর ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত শিশুর প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তীকালে উক্ত বয়স প্রমাণক প্রমাণিত হইলেও উহার কারণে শিশু-আদালত পদত্ব কোন আদেশ বা রায় অকার্যকর বা অবৈধ হইবে না :

অবৈধ থাকে যে, কোন বক্তিকে ইত্তেঁপূর্বে শিশু-আদালত কর্তৃক শিশু নয় মর্মে ঘোষণা করা হইলেও কোন সন্দেহাত্মক দালিলক প্রমাণ দ্বারা আহাকে শিশু হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব হইলে উক্ত আদালত, যথাযথ যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক, সংশ্লিষ্ট শিশুর বয়স সম্পর্কে প্রদত্ত উহার পূর্বের মতামত পরিবর্তন করিতে পারিবে।

বিচার প্রক্রিয়া শিশুর আংশিকত্ব

২২। (১) বিচার প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে বক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শিশুর অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় না হইলে শিশু-আদালত, কোন মামলা বা বিচারিক কার্যধারার যেকোন পর্যায়ে, শিশুর সম্মতি সাপেক্ষে, আহাকে বক্তিগত শক্তিয়া পদান হইতে অব্যাহতি পদান করিতে পারিবে এবং আহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারা অব্যাহত রাখিতে পারিবে :

অবৈধ থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে শিশুর মাতা-পিতা এবং আহাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা শিশুর আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপণত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী শিশুর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হইলে শিশু-আদালত উক্তক্ষেপ অনুপস্থিতির কারণ নথিতে লিপিবদ্ধ করিবে এবং বিচার কার্য পরিচালনার সময় শিশুর পক্ষে যিনি আদালতে উপস্থিতি থাকিবেন, আহার মাধ্যমে আদালতের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যপ্রয় এবং শিশুর পক্ষে বা বিপক্ষে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করিবে।

(৪) শিশুর পক্ষে নিয়ুক্তীয় আইনজীবী এবং প্রবেশন কর্মকর্তা আদালতের সিদ্ধান্ত ও আদেশসহ বিচার প্রক্রিয়ার ধরন ও পরিগাম বুঝিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিশুকে, ভাষাগত, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান

କରିବେନ।

(୫) ମାମଲା ଦାଯେର ଯା ପରିଚାଳନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏହି ଆଇନର ବିଧାନାବଳି ସଠିକଭାବେ ଅନୁମରଣେ ଶିଶୁବିଷୟକ ଯା ସଂପିଷ୍ଟ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯା ପ୍ରସେନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ଦାସିତ୍ତ ପାଲନେ କୋନ ଅସାଧାନତା, ଗାଫିଲତି ଯା ବ୍ୟର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେର ନିକଟ ଗୋଚରୀଭୂତ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଆଦାଲତ ତାଙ୍କଣିକଭାବେ ବିଷସ୍ତି ପ୍ରସେନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଜେଲୋ ସମାଜମେଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟାଲୟର ଉପପରିଚାଳକ ଏବଂ ଶିଶୁବିଷୟକ ଯା ସଂପିଷ୍ଟ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରେ, ପୁଲିଶ ମୁଦ୍ରାବିନଟେନରେ ଏର ନିକଟ, ସଥାଥ ଆଇନାନୁଗ ସମସ୍ତା ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ୟ, ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସଂପିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ତତ୍କର୍ତ୍ତକ ଗୃହୀତ ସମସ୍ତା ମମ୍ପକିର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ ସଂପିଷ୍ଟ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତକେ ଅବହିତ କରିବେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ଥାକିବେ।

**ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେର
ଅଧିବେଶନ
ଉପସ୍ଥିତିର
ଅନୁମତିଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି**

୨୩। ଏହି ଆଇନର ବିଧାନ ମାପେକ୍ଷେ, ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗମ ବହୁତ ଅନ୍ୟ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେର ଅଧିବେଶନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାକିବେ ପାରିବେନ ନା, ସଥା :-

(କ) ସଂପିଷ୍ଟ ଶିଶୁ;

(ଖ) ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତ୍ରମାନେ ଶିଶୁର ତ୍ରୁଟ୍ୟାଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରପତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ପ୍ରସେନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାମଲା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଲୟର ସହିତ ପରାମରି ସଂପିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି; ଏବଂ

(ଗ) ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଚାରୀ;

(ଘ) ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେ ଉଥାପିତ ମାମଲା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଲୟର ପକ୍ଷଗମ, ଶିଶୁବିଷୟକ ଯା ସଂପିଷ୍ଟ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମାମଲା ସଂପିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ପ୍ରସେନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାମଲା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଲୟର ସହିତ ପରାମରି ସଂପିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି; ଏବଂ

(୯) ଶାଜିର ଥାକିବାର ଯା ହେଲାର ଜନ୍ୟ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ କର୍ତ୍ତକ ବିଶେଷଜାବେ ଅନୁମତିଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି।

**ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିଶୁର
ମାତା-ପିତା ଯା
ଅଭିଭାବକେର
ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେ
ଉପସ୍ଥିତି**

୨୪। ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେ ଶାଜିରକ୍ତ୍ତ ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତ୍ରମାନେ ତ୍ରୁଟ୍ୟାଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରପତ୍ର, ସହିତ ପରାମରି ସଂପିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି; ଏବଂ

ଅବେ ଶତ ଥାକେ ଯେ, ଉପିଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଯୁକ୍ତିମୟତ ଦୂରତ୍ଵେର ବାହିରେ ସମ୍ବାଦ କରିଲେ, ଆଦାଲତ ଯୁକ୍ତିମୟତ ମମ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିଯା ତାହାଦିଗକେ ଆଦାଲତେ ଶାଜିର ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

**ଶିଶୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟ
ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିକେ
ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ
ହେଲେ ପ୍ରତମଥର**

୨୫। (୧) ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ ପ୍ରୋଜନ ମନେ କରିଲେ, କୋନ ମାମଲା ଶୁନାନିକାଲେ, ଶିଶୁର ମର୍ଯ୍ୟାମ ସ୍ଵାର୍ଥେ ସଂପିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ବହୁତ ଧାରା ୨୩ ଏ ଉପିଥିତ ଯେକୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଉକ୍ତ ଆଦାଲତ ହେଲେ ବହିରାଗମଣେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଆମୋକେ ସଂପିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ଆଦାଲତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ଥାକିବେ।

(২) ১০[শিশু আদালত]শালীনতা বা নেতৃত্বকরা বিবোধী কোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা শুনানিকালে কোন শিশুকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ব্যক্তিতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে যাথাদিগকে প্রত্যাহার করা যুক্তিশুক্তি ও সমীচীন হইবে, শিশু-আদালত আথাদিগকে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তকাপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যসগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১[***] শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা

২৬। (১) ১২[***] শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখার বিষয়টি সর্বশেষ পছ্টা হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে, যাথার মেয়াদ হইবে যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের জন্য।

(২) সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরাপদ হেফাজতে রাখিত শিশুকে বিকল্পপছ্টায় পরিচালনার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা একান্ত প্রয়োজন হইলে শিশু-আদালত, সংশ্লিষ্ট শিশুকে উক্ত আদালত হইতে যুক্তিগ্রস্ত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে :

অব্যে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন শিশুকে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী অধিক বয়স্ক শিশুদের হইতে প্রেরিত শিশুকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

ভাষা, দোভায়ী ও অন্তর্গত বিশেষ সহায়তামূলক পদক্ষেপ

২৭। (১) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর সাক্ষী গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যপ্রয় শিশুর জন্য সরল ও বোধগম্য ভাষায় পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) শিশুর সাক্ষী গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যপ্রয়মূল শিশুর বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য সহায়তার প্রয়োজন হইলে আদালত বিনা খরচে শিশুকে একজন ব্যাখ্যকারী প্রদান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

শিশু-আদালতের কার্যক্রমের গোপনীয়তা

২৮। (১) শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষী প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংযোগ বা রিপোর্ট প্রিচ্ছ বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না যাহা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংযোগ বা রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের জন্য ঝুঁতিকর হইবে না মর্মে শিশু-আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংযোগ বা রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

শিশু-আদালত কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর

২৯। (১) এই আইনসহ ফৌজদারী কার্যবিধি বা আদালতওঁ বলবৎ অন্য কোন আইনে ডি঱্রেস যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালতে শজিরক্ত কোন শিশুর মামলা বিকল্প পছ্টায় পরিচালনা করা না

**জামিনে মুক্তি
প্রদান**

শিশু আইন, ২০১৭

হইলে, শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে, অপরাধটি জামিনযোগ্য বা অজামিনযোগ্য যাহাই হউক না কেন,
জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) শিশুর নিজের মুচলেকায় অথবা শিশুর মাতা-পিতা এবং আশাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার, শিশু-আদালত যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তত্ত্বাবধানে জামানত প্রদান সাপেক্ষে অথবা জামানত ছাড়া শিশুকে জামিন প্রদান করা যাইবে।

১৩[(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জামিন মঙ্গুর করা না হইলে, শিশু আদালত উকুরূপ নামঙ্গুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিবে।]

**শিশু-আদালত
কর্তৃক আদেশ
প্রদানের ক্ষেত্রে
বিবেচিত বিষয়**

৩০। এই আইনের অধীন কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করিবে, যথা :-

(ক) শিশুর বয়স ও লিঙ্গ;

(খ) শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা;

(গ) শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শিশু কোন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত;

(ঘ) শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ন্তৃত্বাত্মিক অবস্থা;

(ঙ) শিশুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা;

(চ) শিশুর ও তাহার পরিবারের জীবন-যাপন পদ্ধতি;

(ছ) অপরাধ সংঘটনের কারণ, দলবদ্ধতার তথ্য, সার্বিক পরিষ্কারি ও পটভূমি;

(জ) শিশুর অভিমত;

(ঝ) সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন; এবং

(ঝঝ) শিশুর সংশোধন ও সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক যে সকল বিষয় বিবেচনার্থে গ্রহণ করা আবশ্যক ও প্রয়োজন।

**সামাজিক
অনুসন্ধান
প্রতিবেদন**

৩১। (১) ^{১৪}[আইনের মহিত সংযাতে জড়িত শিশুকে] শিশু-আদালতে শাজির করিবার অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রবেশন কর্মকর্তা, যিনি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শিশু-আদালতে একটি সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উহার অনুলিপি নিকটস্থ বোর্ড-এ ও অধিদপ্তরে দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, মনস্তাত্ত্বিক, ন্তৃত্বাত্মিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, পটভূমি এবং কোন অবস্থায় ও এলাকায় সে বসবাস করে এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, ইত্যাদির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) প্রবেশন কর্মকর্তার সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনসহ শিশু সংশ্লিষ্ট মকল প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচার সম্মতির সময়সীমা

৩২। (১) ফোজুদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্ত কোন আইনে ভিন্নতর যাথা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উক্ত আদালতে শিশুর প্রথম উপস্থিত হইয়ার তারিখ হইতে ৩৬০ (তিনিশত ষাট) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) কোন যুক্তিস্পত্ত ও বাস্তব কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে শিশু-আদালত, উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা আরও ৬০ (ষাট) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) শিশু-আদালতে বিচার আরম্ভ হইয়ার পর হইতে, বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ১৫[যতদূর সম্ভব,] একাদিপ্রমে উহার কার্যপ্রয় প্রত্যেক কার্যদিবসে বিনা বিবরিতে চলিতে থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, হজ্জা, ধর্মণ, দস্তুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্ত কোন জরুরত, ঘৃণ্ণ বা শুরুতর অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা বর্তীত, শিশু-আদালতের বিবেচনায় তাথার বিবরণে আনৌত নথু মামলার অভিযোগ হইতে অবগতি পাইবে এবং একই অপরাধের জন্য তাথার বিবরণে অন্ত কোন বিচার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাইবে না:

অব্যে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকিলে তাথার মামলা অবগতি থাকিবে।

শিশুর ওপর নির্দিষ্ট ধরনের দণ্ড আয়োজন তাথা-নিয়ে

৩৩। (১) অন্ত কোন আইনে ভিন্নরূপ যাথা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না :

অব্যে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে যখন এইরূপ কোন মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটন করিতে দেখা যায় যে, তজ্জন্ত এই আইনের অধীন প্রদানযোগ্য কোন আটকাদেশ আদালতের মতে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সম্মত হয় যে শিশুটি এত বেশি অবাধ্য অথবা দ্রুত চরিত্রে যে তাথাকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্তর্নাল যে মকল আইনানুগ পদ্ধায় মামলাটির সুবাহ হইতে পারে উহাদের কোন একটিও তাথার জন্য উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে শিশু-আদালত শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করিয়া কারাগারে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপে প্রদেয় কারাদণ্ডের মেয়াদ তাথার অপরাধের জন্য প্রদেয় দণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কারাদণ্ডে থাকাকালীন যেকোন সময়ে শিশু-আদালত উপযুক্ত মনে করিলে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এইরূপ কারাদণ্ডে আটক রাখিবার পরিবর্তে অভিযুক্ত শিশুকে, তাথার বয়স ১৮ (আঠাবেশ) বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন কোন শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করা হইলে, তাহাকে কারাগারে অবস্থানরত অন্তর্নিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক আসামীর সহিত মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইবে না।

**শিশু-আদালত
কর্তৃক প্রদত্ত
আটকাদেশ,
ইত্যাদি**

৩৪। (১) কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনুরুঢ় ১০ (দশ) বৎসর এবং অনুচ্ছন ৩ (তিনি) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অব্যে শর্ত থাকে যে, কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এমন কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনধিক ৩ (তিনি) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) শিশু-আদালতের আদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নভাব যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিপ্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উন্নেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দম্পত্তি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জরুর্ত, ঘৃণ্ণ বা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত না হইলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার অনুচ্ছন ৩ (তিনি) মাস পূর্বে, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) হত্যা, ধর্ষণ, দম্পত্তি, দম্পত্তি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইলে এবং মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকিলে অথবা উল্লিখিত অপরাধের মামলায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিশু-আদালতের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করিবে।

(৪) কারাগার কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তিকে, কারাগারে অবস্থানরত অন্য কোন আইনের অধীনে দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আসামীদের হইতে পৃথক করিয়া ভিন্ন ওয়ার্ডে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার আটকাদেশের মেয়াদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আটকাদেশের অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান করিবেন।

(৫) কোন শিশুর বিচার প্রতিয়া ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার পর সমাপ্ত হইলে এবং বিচার সমাপ্তির পর তাহাকে আটকাদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত শিশুকে শিশু-আদালত সরাসরি কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করিবে।

(৬) এই ধারায় ভিন্নভাব যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন শিশুকে উপ-ধারা (১) এর অধীন শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার পরিবর্তে যথাযথ সতেরীকরণের পর খালাস প্রদানের অথবা সদাচারণের জন্য প্রবেশনে মুক্তি দানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কোন শিশুকে, উপ-ধারা (৬) এর অধীন, প্রবেশনে মুক্তির ক্ষেত্রে শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অথবা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে

তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্য অথবা অন্য কোন উপযুক্ত বক্সিল তত্ত্বাবধানে সোসার্ড করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

অব্যে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যের অনুকূলে সোসার্ড করা হইলে সংশ্লিষ্ট বক্সিলে উক্ত শিশুর, অনধিক ৩ (তিনি) বৎসর বাল, সদাচরণের জন্য দায়ী থাকিবেন মর্মে জামিনসহ বা বিনা জামিনে অথবা আদালত যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ মুচলেকা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তি অথবা অন্য কোনভাবে যদি আদালতের নিকটে প্রতীয়মান হয় যে, প্রবেশনে মুক্ত শিশু তাহার প্রবেশনকালে সদাচরণ করে নাই, তাহ হইলে আদালত, যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ তদন্ত করিবার পর, সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রবেশনের অসমাপ্ত সময়ের জন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

নির্দিষ্ট বিবরিতিতে পর্যালোচনা ও মুক্তি প্রদান

৩৫। (১) শিশু-আদালতের প্রতেক আদেশে ইহা নির্দিষ্ট বিবরিতিতে পর্যালোচনা করিবার বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহার মাধ্যমে শিশু-আদালত ইহার প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং শিশুকে শর্ত সাপেক্ষে বা বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার যেকোন সময়, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুকে শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হইতে বিনা শর্তে বা তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য বিষয়টি জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিভাষা ব্যবহার

৩৬। (১) দণ্ডবিধিতে জিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে, এই আইনে যেইরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে সেইরূপ পরিভাষা ব্যবহৃত কোন শিশু সম্পর্কে দণ্ডবিধিতে ব্যবহৃত ‘অপরাধী’, ‘দণ্ডিত’ বা ‘দণ্ডাদেশ’ শব্দসমূহ ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে শিশুদের ক্ষেত্রে ‘অপরাধী’, ‘দণ্ডিত’ বা ‘দণ্ডাদেশ’ শব্দসমূহের পরিবর্তে শিশু-আদালত যথাযথে ‘দোষী সাবস্ত্র বক্সি’ বা ‘দোষী সাবস্ত্রকরণ’ বা ‘দোষী সাবস্ত্রকরণ আদেশ’ বা উক্ত আদালতের বিবেচনায় উক্ত শব্দসমূহের পরিপূরক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে।

বিবোধ মীমাংসা

৩৭। (১) শিশু-আদালতের বিবেচনায় কোন শিশু লয় প্রক্তির অপরাধ সংঘটন করিলে, উক্ত আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে বিবোধ মীমাংসার উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ৪৯ এর বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্ঞ হইবে।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা, শিশু-আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংহটনকারীর মধ্যে বিরোধ মৌমাংসার নিমিত্ত কার্যপদ্ধানী নির্ধারণ করিবেন এবং তদানুসারে বিরোধ মৌমাংসা করিবেন এবং উহা, যথাপৌর সম্মত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৩) শিশু-আদালত উপ-ধারা (২) অনুসারে গৃহ প্রাপ্তির পর বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে এবং উহার ওপর করণীয়, যদি থাকে, সমস্কর্ম নির্দেশনা জারি করিয়া অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন নির্দেশনা জারি করা হইলে, অধিদপ্তর উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ উহার অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতকে অবহিত করিবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদান

৩৮। (১) অপরাধের শিকার শিশুর বিবরণে ১৬[আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোনো শিশু] দোষী সাবচ্ছেদ হইলে, উক্ত শিশু বা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা, আইনজীবী বা পাবলিক প্রামিকিউটরের অনুরোধপ্রমে অথবা শিশু-আদালত প্রেছাপ্রাণী হইয়া শিশুকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ১৭[দোষী সাবচ্ছেদকৃত শিশুর পিতা-মাতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের] প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোন আদেশ প্রদান করিলে শিশু-আদালত উক্ত আদেশে তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিসিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য এবং শিশুর কল্যাণে উহার ব্যবহার সমস্কর্ম প্রয়োজনীয় দিক্ষনির্দেশনা প্রদান করিবে।

মাতা-পিতার ওপর ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিবার আদেশ

৩৯। (১) অপরাধের শিকার শিশুর বিবরণে কোন শিশু দোষী সাবচ্ছেদ হইলে ক্ষতিপ্রস্তু শিশুর প্রতি শিশু-আদালত কর্তৃক আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ প্রদান করা হইলে শিশু-আদালত দোষী সাবচ্ছেদ শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে, উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য উক্ত আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে, যদি, ক্ষেপ্তব্য, শিশুটির-

(ক) মাতা-পিতা, তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়;

(খ) মাতা-পিতা, তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধে আর্থিকভাবে প্রচল হন; এবং

(গ) মাতা-পিতা, তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য শিশুর প্রতি যথাযথ যত্ন-পরিচর্যায় অবহেলা করিয়া তাহাকে অপরাধ সংহটনে প্রভাবিত

করিয়া থাকেন।

- (২) এই ধারার অধীন আদেশ প্রদানের নিমিত্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রবেশন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় অথচ সংগ্রহের জন্য আদালত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) শিশুর মাতা-পিতা, আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক শিশুর তত্ত্঵াবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অপারগতার কারণে শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না।

বিচারের ফলাফল ও মুক্তি সম্পর্কে অথচ

৪০। (১) বিচার প্রস্তর্য সমাপ্ত হইবার ৭ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে শিশু-আদালত বিচারের ফলাফল সম্পর্কে শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং আহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, শিশুর আইনজীবী ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) কোন শিশু মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে শিশু-আদালত আহার মুক্তি প্রদানের অথচ, অদ্বৰ্তক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিদপ্তর, প্রবেশন কর্মকর্তা বা আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা সরাসরি উক্ত শিশু ও আহার মাতা-পিতাকে এবং আহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করিবে।

(৩) কোন মামলায়, উপ-ধারা (২) এর অধীন, কোন শিশু মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে এবং উক্ত মামলায় আইনের সংস্পর্শে আসা কোন শিশু জড়িত থাকিলে, শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট মুক্তি প্রদানের অথগতি, অদ্বৰ্তক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিদপ্তর, প্রবেশন কর্মকর্তা বা আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা সরাসরি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আহার মাতা-পিতাকে এবং আহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করিবে।

আদিল ও পুনর্বিবেচনা

৪১। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৮ [আদেশ বা রায়ের বিকল্পে উক্ত আদেশ বা রায়] প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শাইকোর্ট বিজাগে আদিল করা যাইবে।

১৯ [(২) শিশু-আদালতের কোনো আদেশের বিকল্পে শাইকোর্ট বিজাগে পুনর্বিবেচনা (Revision) করা যাইবে।]

(৩) এই ধারার অধীন আদিল বা, ক্ষেপ্তব্য, পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হইলে উক্ত আবেদনটি দায়েরের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধি বিধানবলীর প্রযোজ্যতা

৪২। (১) এই আইন বা ইশার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, ২০ [অভিযোগ দায়ের,] মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাথা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ক্ষতি সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে এবং এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে মুসলিম বিধান থাফিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

দোষী সাবচ্ছে
হইয়ার কারণে
আয়োগভার
অপসারণ, ইত্যাদি

৪৩। কোন শিশু এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাবচ্ছে হইলেও-
(ক) তাহার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধারা ৭৫ বা ফোজুদারী কার্যবিধির ধারা ৫৬৫ প্রযোজ্ঞ হইবে না;
(খ) তিনি সরকারি বা বেসরকারি কোন অফিসে চাকরি পাইয়ার অথবা কোন আইনের অধীন কোন নির্বাচনে প্রতিস্পন্দিত করিয়ার ক্ষেত্রে আয়োগ বিনিয়া বিবেচিত হইবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রেফতার, তদন্ত, বিকল্প পদ্ধা, (Diversion), এবং জামিন

গ্রেফতার, ইত্যাদি

৪৪। (১) এই ধারায় যাথা কিছুই থাকুক না কেন, ৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাইবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাথা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংশ্রান্ত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার বা আটক করা যাইবে না।

(৩) শিশুকে গ্রেফতার করিয়ার পর গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের কারণ, স্থান, অভিযোগের বিষয়বস্তু, ইত্যাদি সম্পর্কে তাঙ্কেনিকভাবে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং প্রাথমিকভাবে তাহার বয়স নির্ধারণ করিয়া নথিতে লিপিবদ্ধ করিবেন :

অব্যে শর্ত থাকে যে, গ্রেফতার করিয়ার পর কোন শিশুকে শতকড়া বা কোমরে দড়ি বা রশি লাগানো যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা, উক্ত সনদের অবর্তমানে স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত আরিথমহ প্রাসপ্রিক দলিলাদি উদ্ঘাটনপূর্বক যাচাই-বাচাই করিয়া তাহার বয়স লিপিবদ্ধ করিবেন:

অব্যে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন শিশু কিন্তু সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করিয়াও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তাহা নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট থানায় শিশুর জন্য উদযোগী কোন নিরাপদ স্থান না থাকিলে গ্রেফতারের পর হইতে আদালতে হাজির না করা সময় পর্যন্ত শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে

:

অব্যে শর্ত থাকে যে, নিরাপদ স্থানে আটক রাখিয়ার ক্ষেত্রে শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক বা ইতোমধ্যেই দোষী সাবচ্ছে হইয়াছেন এইরূপ কোন শিশু বা অসরায়ী এবং আইনের সংসর্কে আমা কোন শিশুর সহিত একত্রে রাখা যাইবে না।

**ମାତା-ପିତା ଓ
ପ୍ରବେଶନ
କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ
ଆବହିତକରଣ**

୪୫। (୧) କୋନ ଶିଶୁକେ ଗ୍ରେଫତାରେର ପର ଗ୍ରେଫତାରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତକ ଥାନାୟ ଆନ୍ତରନ କରିଲେ ଶିଶୁଦିଵସ୍ୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟେ ସର୍ବିତ ବିଧାନାବଳୀକେ ଝୁମ୍ବ ନା କରିଯା, ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିଗେ-

(କ) ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତରମାନେ ତ୍ୱରାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସଦମଙ୍କେ;

(ଖ) ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ; ଏବଂ

(ଗ) ପ୍ରୋଜନେ, ନିକଟେଷ ବୋର୍ଡକେ;-

ଉତ୍କ୍ର ଗ୍ରେଫତାର ମଞ୍ଚକେ ଆବହିତ କରିବେନ।

(୨) ଉପ-ଧାରା (୧) ଏର ବିଧାନ ଅନୁୟାୟୀ ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତରମାନେ ତ୍ୱରାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସଦମଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା କ୍ଷେତ୍ରମତ, ବୋର୍ଡକେ ଆବହିତ କରା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ହଥିଲେ ଯଥିଷ୍ଟି ଶିଶୁକେ ଆଦାଲତେ ଥାଜିର କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିବମେ ଉତ୍କଳପ ବିଧାନ ଅନୁମରଣ ନା କରିବାର କାରଣ ଯଥିଲିତ ଏକଟି ପ୍ରତିବେଦନ ଶିଶୁଦିଵସ୍ୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତକ ଆଦାଲତେ ଦାଖିଲ କରିତେ ହେବେ।

ଅଦ୍ଦତ

୪୬। ଏହି ଆଇନ ବା ଇଥାର ଅଧୀନ ପ୍ରାଣିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଡିଲାଇପ କୋନ ବିଧାନ ନା ଥାକିଲେ, ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ମନ୍ତ୍ର ଅଦ୍ଦତ କାର୍ଯ୍ୟମ ପରିଚାଳନାର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଫୋର୍ଜନାରି କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ବିଧାନାବଳୀ, ସତ୍ତ୍ଵର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରୋଜନ ଓ ଅନୁମରଣ କରିତେ ହେବେ।

**ଜ୍ୟାନବନ୍ଦୀ,
ମତକୀଳକରଣ ଓ
ମୁକ୍ତି**

୪୭। (୧) ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତରମାନେ ତ୍ୱରାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସଦମଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ସମାଜକମ୍ରୀର ଉପଛିତିଗେ ଶିଶୁକେ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିଶୁର ଜ୍ୟାନବନ୍ଦୀ ପ୍ରହଳ କରିବେ।

(୨) ଶିଶୁର ବିରଳଦ୍ଵେ ଆନ୍ତିତ ଅଭିଯୋଗେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥ-ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିବେଚନାରେ ଲହିଯା ଶିଶୁଦିଵସ୍ୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା-

(କ) ଯଥିଷ୍ଟି ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବତରମାନେ ତ୍ୱରାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସଦମଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ସମାଜକମ୍ରୀର ଉପଛିତିଗେ ଶିଶୁକେ ନିଶ୍ଚିତ ବା ମୌଖିକ ମତକୀଳକରଣରେ ପର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିତେ ପାରିବେ, ଯାହା ଶିଶୁର ବିରଳଦ୍ଵେ ରେକର୍ଡ ହିସାବେ ଗଣ ହେବେ ନା; ଯା

(ଖ) ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧାୟ ପ୍ରେରଣ କରିତେ ପାରିବେ।

**ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧା
(diversion)**

୪୮। (୧) ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣକଲ୍ପେ ଆଇନର ମହିତ ସଂଘାତେ ଜ୍ଞାତି ଶିଶୁକେ ଗ୍ରେଫତାର ବା ଆଟକେଯ ପର ହେବେ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟମେର ସେକେନ ପର୍ଯ୍ୟାନୀକ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟମେର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଶିଶୁର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂକ୍ଷତିକ, ଆର୍ଥିକ, ନୃତ୍ୟକ୍ରିୟ, ମନସ୍ତାତ୍ସ୍ଥିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଟ୍ଟଭୂମି ବିବେଚନାପୂର୍ବକ,

শিশু আইন, ২০১৭
বিবরণীয় বিষয় মীমাংসাগত তাথার সর্বোত্তম স্বার্থ নিষিঠকল্পে বিকল্প পছ্টা (diversion) গ্রহণ করা
যাইবে।

(২) ফোজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যথা কিছুই থাকুক না কেন,
শিশুর গ্রেফতারের পর হইতে বিচার কার্যপ্রমেয়ে যেকোন পর্যায়ে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা,
ক্ষেমত, শিশু-আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিকল্প উদায়ে বিবোধ নিষিঠের নিমিত্ত
বিকল্প পছ্টা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিকল্প পছ্টা গ্রহণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, তাথার মাতা-পিতা এবং
তাথাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ
অভিভাবক বা, ক্ষেমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পছ্টার শর্ত প্রতিপালন করিতেছে কি না
প্রবেশন কর্মকর্তা তাহ লক্ষ্য রাখিবেন এবং বিষয়টি, সময় সময়, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা,
ক্ষেমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৪) শিশু, তাথার মাতা-পিতা এবং তাথাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ
অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পছ্টার কোন শর্ত
ভঙ্গ করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা,
ক্ষেমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৫) বিকল্প পছ্টা গ্রহণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর বিকল্প পছ্টা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ যুগোপযোগী ও
বাস্তবায়নযোগ্য কার্যপ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

পারিবারিক সম্মেলন

৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর অধীন বিকল্প পছ্টা গ্রহণ করা হইলে প্রবেশন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিবোধ
অপ্রাধিকার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে নিষিঠের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে
পারিবেন।

(২) পারিবারিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ সময়োত্তার ভিত্তিতে সম্মেলনের কার্যসম্ভবতি নির্ধারণ ও
অনুসরণ করিয়া শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিষিঠকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবেন যাহা শিশু-
আদালত বা, ক্ষেমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেপে কোন শিশুকে বিকল্প পছ্টায় প্রেরণের সময় শিশু-আদালত বা ক্ষেমত,
শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা পারিবারিক সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে
পারিবে এবং প্রবেশন কর্মকর্তা সেই মোতাবেক পারিবারিক সম্মেলনের আয়োজন করিবেন।

(৪) শিশু, বা তাথার মাতা-পিতা এবং তাথাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা
কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য পারিবারিক
সম্মেলনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের শর্ত ভঙ্গ বা প্রতিপালন করিতে বর্ত্ত হইলে প্রবেশন কর্মকর্তা উহা
লিখিতভাবে শিশু-আদালত বা, ক্ষেমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

- (୫) ପାରିବାରିକ ସମ୍ମେଲନେ ଅଂଶ୍ଗହଣକାରୀଗଣ ଏକମତେ କୋନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହେତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟମରେ ଯାତିଲ ହେଯା ଯାଇବେ ଏବଂ ଡିନ୍ବରୁପ ଏକଟି ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ା ଗ୍ରହଣେର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଷୟଟି ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍, ଶିଶୁବିଷୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ନିକଟ ଫେରତ ଦାଖାଇବେ।
- (୬) ପାରିବାରିକ ସମ୍ମେଲନରେ କାର୍ଯ୍ୟମୟମୁହଁ ଗୋପନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଯା ଏବଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟମରେ ଅଂଶ୍ଗହଣକାରୀ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋନ ବଞ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶୀତେ କୋନ ଆଦାଲତେର ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟମୟ ସାକ୍ଷ୍ଯ ହିସାବେ ବସଥର କରା ଯାଇବେ ନା।

ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ାର ଶର୍ତ୍ତ ମେଯାଦ

- ୫୦। (୧) ଏହି ଆଇନ ଓ ଅଧ୍ୟୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍ ଶିଶୁବିଷୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତକ ନିର୍ଧାରିତ ମେଯାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ା ଗ୍ରହଣ ଓ ସମାପ୍ତ କରିବେ ହେଯା।
- (୨) ଅପରାଧ ମଂଥାଟନକାରୀ ଶିଶୁ ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ା ଅବଲମ୍ବନେ ଇତିବାଚକ ମାଡା ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ା ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ମେଯାଦେର ପୂର୍ବେହି ସମାପ୍ତ କରା ଯାଇବେ।

ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ାର ଶର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ ଯା ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ାର ଆଦେଶ ପାଲନେ ବର୍ତ୍ତତା

- ୫୧। ଏହି ଆଇନର ବିଧାନ ଅନୁମାରେ ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯା ଯା ଅନ୍ୟ କୋନଭାବେ ସଦି ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍ ଶିଶୁବିଷୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ନିକଟ ଇଥା ପ୍ରତୀଯମାନ ହ୍ୟ ଯେ, ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁଳ୍ବବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍, ବ୍ୟବ୍ହାରର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ାର ଶର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଯାଛେ ଯା ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ା ସଂଶୋଧ କୋନ ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନେ ବର୍ତ୍ତ ହେଯାଛେ, ତାହା ହେଲେ ବିଷୟଟି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଚାଇଦୂର୍ବକ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍ ଶିଶୁବିଷୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା-

- (କ) ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶର୍ତ୍ତେ ଏକହି ଧରନେର ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ;
- (ଖ) ଶିଶୁଟିକେ ଗ୍ରେଫତାର କରିବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରେଫତାର ପରୋଯାନା ଜାରି କରିବେ ପାରିବେ;
- (ଗ) ଶିଶୁଟିକେ ଶିଶୁ-ଆଦାଲତେ ଯା ଥାନାଯ ଥାଜିର ହେଯାର ଜନ୍ମ ଲିଖିତ ନୋଟିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ;
- (ଘ) ରାଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷେର ଆଇନଜୀବୀର ନିକଟ ସଂଖିଷ୍ଟ ଶିଶୁର ବିକଳ୍ପେ ବିଚାର ପ୍ରତିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଜନ୍ମ ନଥି ପ୍ରେରଣ କରିବେ ପାରିବେ;
- (ଡ) ଶିଶୁଟିକେ ମୁହଁଯିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ପ୍ରେରଣେ ଜନ୍ମ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ; ଅଥବା
- (ଚ) ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଅନ୍ୟ କୋନ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ।

ଆମିନ, ଇତ୍ୟାଦି

- ୫୨। (୧) କୋଜନ୍ଦାରି କାର୍ଯ୍ୟବିଧିମୁହଁ ଯା ଆପାତତଃ ବଲବତ୍ ଅନ୍ୟ କୋନ ଆଇନ ଯା ଏହି ଆଇନର ଅନ୍ୟ କୋନ ବିଧାନେ ଡିନ୍ବରୁପ ଯାଥା କିଛୁଇ ଥାକୁକ ନା କେନ, କୋନ ଶିଶୁକେ ଗ୍ରେଫତାର କରିବାର ପର ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଯା ବିକଳ୍ପ ପଢ଼ାଯ ପ୍ରେରଣ କରା ଅଥବା ତାଙ୍କପିକଭାବେ ଆଦାଲତେ ଥାଜିର କରା ମୁକ୍ତବପର ନା ହେଲେ ଶିଶୁବିଷୟକ ପୁଲିଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିଶୁଟିକେ, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍, ଆହାର ମାତା-ପିତା ଏବଂ ତାହାରେ ଉଭୟର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁଳ୍ବବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ୍,

বর্ধিত পরিবারের মদমত বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে, অথবা, শর্ত ও জামানত বচতীত জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শিশুকে জামিনে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য কি না তাৎ শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বিবেচনায় লইবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাত্র কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধের প্রকৃতি শুরুতের বা ঘৃণ্ণ প্রকৃতির হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে উশ শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু কোন কুখ্যত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করিতে পারে বা নেতৃত্ব বিদের সম্মুখীন হইতে পারে বা জামিন প্রদান করা হইলে নসয় বিচারের উদ্দেশ্য বস্তুত হইবার আশঙ্কা থাকিলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে জামিন বা মুক্তি প্রদান করিবেন না।

(৪) গ্রেফতারকৃত শিশুকে উপ-ধারা (৩) এর অধীন জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রয়ণ সময় বচতীত, ২৪ (চারিশশ) ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিষ্কটস্থ শিশু-আদালতে সহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) থানা হইতে জামিনপ্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থাপন করা হইলে শিশু-আদালত তাহাকে জামিন প্রদান করিবে বা নিরাপদ স্থানে বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিবে।

আইনের সংস্কর্ণে আমা শিশু সম্পর্কে অবহিত করিবার দায়িত্ব

৫৩। কোন ব্যক্তি যদি শুক্রিমপ্রতিভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোন শিশু অপরাধমূলক ঘটনার শিকার বা কোন অপরাধের সাক্ষী তাৎ হইলে তিনি উশ শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী উক্ত শিশুর সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আইনের সংস্কর্ণে আমা শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও সুরক্ষা

৫৪। (১) ২১[***]আইনের সংস্কর্ণে আমা শিশুর মর্যাদার প্রতি শুল্ক প্রদর্শন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা ও পরিপন্থতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইতে হইবে।

(২) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ শিশুবান্ধব পরিবেশে আইনের সংস্কর্ণে আমা শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাহাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের মদমত এবং প্রবেশন কর্মকর্তার, যাহাদের উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি থাকে বা স্বাচ্ছন্দযোগ্য করে, উপস্থিতিতে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) আইনের সংস্কর্ণে আমা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিষিদ্ধ করিবার জন্য শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :

(ক) ২২ [***] আইনের সংস্পর্শে আমা শিশুর মকল তথ্য গোপন রাখা এবং এমন কোন তথ্য প্রকাশ না করা, যাথার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে শনাক্ত করা যায়;

(খ) সাক্ষ প্রদানকারী শিশুর ছবি বা দৈহিক বর্ণনা গোপন করিবার উদ্দেশ্য গ্রহণ অথবা শিশুর ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য, প্রাপ্ততা মাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে শিশুর সাক্ষ গ্রহণ করা:-

(অ) পর্দার আড়ালে;

(আ) শুনান্নির পূর্বে শিশু-সাক্ষীর ভিডিওকৃত সাক্ষ গ্রহণের মাধ্যমে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে সাক্ষ গ্রহণকালে আসামীপক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(ই) একজন যোগচালকস্পন্দন ও উপযুক্ত মধ্যস্থাকারীর মাধ্যমে;

(ঈ) দ্বারবন্ধ (Camera Trial) অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে; বা

(উ) ভিডিও লিংকেজ পদ্ধতি চালু হইলে উক্ত পদ্ধতিতে;

(গ) আসামীর উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষ প্রদানে অসম্ভতি জ্ঞাপন করিলে বা যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিশুটি সত্য কথা বলিতে বাধাগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে আসামীকে সাময়িকভাবে পুলিশের হেফাজতে আদালত পরিণামের আদেশ প্রদান করা; তবে উক্ত ক্ষেত্রে আসামী পক্ষের আইনজীবীকে আদালত কক্ষে উপস্থিতি থাকিতে এবং শিশুকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) শিশুর সাক্ষ গ্রহণের সময় বিবরিতির সুযোগ প্রদান করা;

(ঙ) শিশুর বয়স ও পরিপন্থতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দিন ও তারিখে শুনান্নির সময়সূচি নির্ধারণ করা; এবং

(চ) মামলার সাক্ষী বা ডিকটিম হিসাবে সাক্ষ প্রদানকালে, সাক্ষ প্রদানের পূর্বে ও পরে শিশুকে তাহার অভিভাবকসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা; বা

(ছ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং আসামীর অধিকার বিবেচনায় আনিয়া আদালত যেইরূপ বিবেচনা করিবে, সেইরূপ অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের সংস্পর্শে আমা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা নিষিদ্ধ করিবার জন্য শিশু-আদালত পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক বিকল্প পদ্ধতিতে বিবোধ মীমাংসার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যয়

আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সহায়তা

আইনগত
প্রতিনিধিত্ব,
ইত্যাদি

৫৫। (১) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আমা শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব বর্তোত কোন আদালত কোন মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করিবে না।

(২) শিশু তাহার আইনগত প্রতিনিধিত্বকে নিজের ভাষায় এবং, ক্ষেপ্তাত, ব্যক্তিকারীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

(୩) ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଏবଂ ତାହାରେ ଉଭୟରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତସ୍ତାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସନ୍ଦର୍ଭ କର୍ତ୍ତକ କୋନ ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୋଗ କର୍ଯ୍ୟ ନା ହିଁଲେ ଅଥବା ମାତା-ପିତା ଅଥବା ତାହାରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତସ୍ତାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସନ୍ଦର୍ଭ ନା ଥାକିଲେ ଅଥବା ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୋଗେର ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନା ଥାକିଲେ, ଶିଶୁ-ଆଦାଳତ ଜେଲା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ମୁଦ୍ରିମ କୋର୍ଟ୍ ଏବଂ ଅଲିକାଭୁକ୍ ବା ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ ଆଇନଜୀବୀଗଣେର ମଧ୍ୟ ହିଁତେ ଏକଜନ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀକେ ମାମଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଜନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଇନ, ୨୦୦୦ ଏବଂ ଉଥାର ଅଧୀନ ପ୍ରଣିତ ସିଦ୍ଧିମାଳା, ପ୍ରବିଧାନମାଳା ଓ ନୌତିମାଳା ଅନୁସାରେ ସଥାଯଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିର ଉପାଦ୍ଧିତି

୫୬। (୧) ଧାରା ୫୫ ଏବଂ ଉପ-ଧାରା (୩) ଏବଂ ଅଧୀନ ଶିଶୁର ପକ୍ଷେ ନିଯୁକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀକେ ସଂପିଷ୍ଟ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରନ ଶୁନାନୀତେ ଅବଶ୍ୟକ ହାଜିର ଥାକିଲେ ହିଁବେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିମୂଳ କୋନ କାରଣେ ତିନି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଲେ ଅପରାଗ ହିଁଲେ ଉକ୍ତ ଅପାରାଗତାର କାରଣରେ ବିଷୟାଟି ଲିଖିତଭାବେ, ଯୁକ୍ତିମୂଳ ସମୟେ, ତାହାର ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଅଥବା ତାହାରେ ଉଭୟରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତସ୍ତାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ପ୍ରବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟମେ ସଂପିଷ୍ଟ ଆଦାଳତକେ ଅବହିତ କରିଲେ ହିଁବେ।

(୨) କୋନ ଆଇନଜୀବୀ ଉପ-ଧାରା (୧) ଏବଂ ଅଧୀନ ତାହାର ଅପରାଗତାର ବିଷୟାଟି ଆଦାଳତକେ ଅବହିତ କରିଲେ, ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଜନ ନୂତନ ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୁକ୍ତ ନା ହୋଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଂପିଷ୍ଟ ମାମଲାର ଶୁନାନି ସ୍ଥଗିତ ଥାକିବେ :

ତାବେ ଶର୍ତ୍ ଥାକେ ଯେ, ନୂତନ ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୋଗେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସଂପିଷ୍ଟ ଜେଲା'ର ଜେଲା ଆଇନଗତ ସହାୟତା କରିଛି କୋନମେହେ ୩୦ (ଶିଶୁ) ଦିନେର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅତିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା।

(୩) ଶିଶୁର ପକ୍ଷେ ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଅଥବା ତାହାରେ ଉଭୟରେ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତସ୍ତାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଥବା ଆଇନାନୁଗ ବା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ବା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ସନ୍ଦର୍ଭ କର୍ତ୍ତକ ଆଇନଜୀବୀ ନିଯୋଗ କର୍ଯ୍ୟ ହିଁଲେ ସଂପିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀକେ ସଂପିଷ୍ଟ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରନ ଶୁନାନିତେ ଅବଶ୍ୟକ ହାଜିର ଥାକିଲେ ହିଁବେ :

ତାବେ ଶର୍ତ୍ ଥାକେ ଯେ, ସଂପିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ପ୍ରଯୋଜନେ, ଯୁକ୍ତିମୂଳ କାରଣେ, ଶିଶୁ ଆଦାଳତେ ଅନୁପ୍ରତି ଥାକିଲେ ଯା ମାମଲା ପରିଚାଳନାୟ ତାହାର ଝୁମ୍ପକ୍ଷ ଗାଫିଲାତି ପରିଲଙ୍ଘିତ ହିଁଲେ ଶିଶୁ-ଆଦାଳତ ତାହାକେ ଉକ୍ତ ମାମଲା ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ବ ହିଁତେ ଅବ୍ୟାହତି ପ୍ରଦାନ କରିଯା ବିଷୟାଟି ଅମଦାଚରଣ ଗଣେ ସଥାଯଥ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ୟ ଜେଲା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛିର ଚେଯାରମଣକେ ଏବଂ, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ବାଂଲାଦେଶ ବାର କାର୍ଡିଙ୍ଗିଲ ଓ ସଂପିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ମମିତିକେ ନିର୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତକୁପ ନିର୍ଦେଶନାର ଆଲୋକେ

ଅପରାଗ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅମଦାଚରଣ

୫୭। ଶିଶୁର ପକ୍ଷେ ନିଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁକ୍ତିମୂଳ କାରଣ ବ୍ୟାହିତ ବାରିତ ଆଦାଳତେ ଅନୁପ୍ରତି ଥାକିଲେ ଯା ମାମଲା ପରିଚାଳନାୟ ତାହାର ଝୁମ୍ପକ୍ଷ ଗାଫିଲାତି ପରିଲଙ୍ଘିତ ହିଁଲେ ଶିଶୁ-ଆଦାଳତ ତାହାକେ ଉକ୍ତ ମାମଲା ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ବ ହିଁତେ ଅବ୍ୟାହତି ପ୍ରଦାନ କରିଯା ବିଷୟାଟି ଅମଦାଚରଣ ଗଣେ ସଥାଯଥ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ୟ ଜେଲା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛିର ଚେଯାରମଣକେ ଏବଂ, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ବାଂଲାଦେଶ ବାର କାର୍ଡିଙ୍ଗିଲ ଓ ସଂପିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ମମିତିକେ ନିର୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତକୁପ ନିର୍ଦେଶନାର ଆଲୋକେ

শিশু আইন, ২০১৭
গৃহীত বচস্থা সম্পর্কে আদালতকে নির্দেশনা প্রদানের আরিথ হইতে অনধিক ৩০ (শিশু) দিনের মধ্যে
অবস্থিত করিবার বিষয়টি উল্লেখ করিবে।

সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

৫৮। ২৩[***] আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা, ক্ষেত্রে, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষতির
সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুর জন্য
নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তামূলক বচস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :-

- (ক) সংশ্লিষ্ট শিশুর সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎ পরিহার করা;
- (খ) পুলিশ বা অন্য সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুর নিরাপত্তা বিধান এবং উক্ত শিশু কোথায় অবস্থান
করিতেছে তাহা গোপন রাখা;
- (গ) আদালত বা পুলিশের নিকট সংশ্লিষ্ট শিশুর এবং, প্রয়োজনে, শিশুর পরিবারের সদস্যদের সকল
পর্যায়ে যথোপযুক্ত নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা।

অষ্টম অধ্যায়

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন

৫৯। (১) সরকার, বিচার প্রশিক্ষায় আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশু এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন,
সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, লিঙ্গভেদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ
করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ঝুঁপ না করিয়া সরকার, যেকোন সময়, উহার যেকোন ইনসিটিউট
বা প্রতিষ্ঠানকে শিশু অপরাধীদেরকে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত মর্মে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা, ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রত্যয়িত
প্রতিষ্ঠানে আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার
নিমিত্ত নৌতিমালা প্রণয়ন বা, সময় সময়, পরিপ্রে জারি করিবে।

বেসরকারি উদ্দেশ্যে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

৬০। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে যিথি দ্বারা নির্ধারিত
পদ্ধতি বা নৌতিমালার আলোকে, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি
প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে, নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অনুমতি প্রদান করিতে
পারিবে।

বৈধ প্রত্যয়নপ্রে ব্যক্তীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দণ্ড

৬১। বৈধ প্রত্যয়নপ্রে ব্যক্তীত ধারা ৬০ এ উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বা যিথি দ্বারা নির্ধারিত
শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখা এই আইনের অধীন
অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক বা
কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ
ଅବଶ୍ଳାନରତ
ଶିଶୁଦେର ବିଷୟେ
ଆଧିଦ୍ୱାରକେ
ଅବହିତକରଣ**

୬୨। ଧାରା ୫୯ ଏବଂ ୬୦ ଏର ଅଧୀନ ମରକାର ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସେମରକାରିଙ୍ଗାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଲିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁର ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ସଂସ୍କରଣ ଓ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଶିଶୁକେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣମହ ଗ୍ରହଣେର ଆରିଥ, ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ଫରମେ ଲିପିବନ୍ଦୁ କରିଯା, ଆଧିଦ୍ୱାରକେ ପ୍ରତି ମାସେର ୧୫ ଆରିଥେର ମଧ୍ୟେ ଅବହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆଧିଦ୍ୱାରର ଚାହିଁଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧିଦ୍ୱାରକେ ମରବାରାହ କରିବେ ଯାଥ୍ୟ ଥାକିବେ।

**ପରିଚାର ନୂନତମ
ମାନଦନ୍ତ
(Minimum
Standards
of Care)**

୬୩। (୧) ମରକାର, ସମୟ ମମୟ, ଅକିମ ଆଦେଶ ଯା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାରିର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଅବଶ୍ଳାନରତ ଶିଶୁଦେର ସଥୟଥ ପରିଚାର ଜନ୍ମ ନୂନତମ ମାନଦନ୍ତ ନିର୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମୂଳ୍ୟ ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ଯା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାର ନୂନତମ ମାନଦନ୍ତ ବଜାୟ ରାଖିବେ।

(୨) ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଅବଶ୍ଳାନରତ ଶିଶୁଦେର ଅପରାଧେର ମାତ୍ରା, ଧରଣ ଓ ସଂଖ୍ୟା ବିବେଚନାଯ ଲହିୟା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣିତେ ବିଭିନ୍ନ କରିଯା ରାଖିତେ ହେଲେ :

ଅବେ ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, ଉପ୍ରିଥିତ ଶ୍ରେଣି ବିଭାଗେର ସମୟ ବିଶେଷଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତେ ହେଲେ ଯେତେ ନାହିଁ, ୯ (ନୟ) ବନ୍ଦେର ଉତ୍ତରେ କୋନ ଶିଶୁର ସହିତ ୧୦ (ଦଶ) ବନ୍ଦେର ଏବଂ ୧୦ (ଦଶ) ବନ୍ଦେର ଉତ୍ତରେ କୋନ ଶିଶୁର ସହିତ ୧୨ (୨୦) ବନ୍ଦେର ଉତ୍ତରେ ଶିଶୁକେ ଏକପ୍ରେ ଏକହି କଙ୍କେ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରେ ରାଖା ନା ହୁଏ;

ଆରା ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, ୧୨ (୨୦) ବନ୍ଦେର ଏବଂ ଅନୁର୍ବ୍ଦ ବନ୍ଦେର ବନ୍ଦେଶ ଶିଶୁର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅପରାଧେର ମାତ୍ରା, ଶିଶୁର ବାଡ଼ି ଶାରୀରିକ କାଠାମୋ, ମଦନତା, ଇତ୍ସାଦି ବିଷୟ ବିବେଚନାଯ ଲହିୟା ଆଶଦେର ଆୟାମନେର ବିଷୟଟି ସତ୍ତରକାବେ ଥେଯାଳ ରାଖିତେ ହେଲେ ଏବଂ, ଯତ୍ନୁର ଯତ୍ନୁର, ଆଶଦେର ପୃଥକ ପୃଥକ କଙ୍କେ ରାଖିବାର ବଚବନ୍ତ କରିବେ ହେଲେ।

(୩) ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୮୨ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟପୂରଣକଲେ ୯ (ନୟ) ବନ୍ଦେର ବନ୍ଦେଶେ କମ ବନ୍ଦୀ କୋନ ଶିଶୁକେ କୋନ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ରାଖା ଯାଇବେ ନା :

ଅବେ ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, କୋନ କାରଣେ ୯ (ନୟ) ବନ୍ଦେର ବନ୍ଦେଶେ କମ ବନ୍ଦୀ ଅଭିଭାବକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୋନ ଶିଶୁକେ କୋଥାଓ ପାଓଯା ଗେଲେ ଆଶକେ ଆଧିଦ୍ୱାର ଯା ଉତ୍ତର ନିକଟିଥେ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଲୟେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ହେଲେ ଏବଂ ଆଧିଦ୍ୱାର ବିଷୟଟି ମଂଞ୍ଚିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଗୋଚରୀଭୂତ କରନ୍ତେ ମଂଞ୍ଚିଷ୍ଟ ଶିଶୁକେ ମୁଦ୍ରିତ ପରିଚାରିତ ଶିଶୁ ଗଣେ, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ଧାରା ୮୪ ଯା ଧାରା ୮୫ ଏର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜନୀୟ ବଚବନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

(୪) ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମୂଳ୍ୟ, ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଅବଶ୍ଳାନକାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ମରକାରି ପରିଚାରକ ଯା ତତ୍ତ୍ଵରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କୋନ ବନ୍ଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦାସ୍ତରିକ ଯା ବିଶେଷ କୋନ ପ୍ରୋଜନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ, ଯେକୋନ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥେର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୋଜନୀୟ ବଚବନ୍ତ ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ମ ମରକାରକେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ।

**ମରକାର ଯା ଉତ୍ତର
ପ୍ରତିନିଧି କର୍ତ୍ତକ
ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ପରିଦର୍ଶନ**

୬୪। ମରକାର ଯା ତତ୍ତ୍ଵରେ କ୍ଷେତ୍ରମତ କୋନ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆଧିଦ୍ୱାରର ମହାପରିଚାଲକ ଯା ତତ୍ତ୍ଵରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କୋନ ବନ୍ଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦାସ୍ତରିକ ଯା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦାସ୍ତରିକ ଯା ବିଶେଷ କୋନ ପ୍ରୋଜନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ, ଯେକୋନ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥେର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୋଜନୀୟ ବଚବନ୍ତ ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ମ ମରକାରକେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପାରିବେ।

**বিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের
মধ্যে শান্তির**

৬৫। অধিদপ্তর, বিশেষ প্রয়োজনে, একটি শিশুকে এক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে শান্তিরের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**অন্য প্রতিষ্ঠানে
শান্তির**

৬৬। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়িত মর্যাদা লোপ পাইলে এই আইনের বিধানাবলী সামনেক্ষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আদেশপ্রয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের অন্য কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে বদলি বা শান্তির করা যাইবে।

**সরকারের
প্রত্যয়নপ্র
প্রত্যয়হারের ক্ষমতা**

৬৭। কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের যথাযথ পরিচর্যার জন্য, ধারা ৬৩ এর অধীন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিচর্যার নূনতম মানদণ্ড বজায় রাখিতে বর্ষ্য হইলে, সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি নোটিশ জারি করিয়া নোটিশে উল্লিখিত আরিথ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ন প্রত্যয়হার করা হইল মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে:

অব্যে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারির পূর্বে, প্রত্যয়নপ্রয়ে কেন প্রত্যয়হার করা হইবে না আহার কারণ দর্শাইয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

**শিশুর ওপর
জিম্মাদারের
নিয়ন্ত্রণ**

৬৮। এই আইনের বিধানাবলীর অধীন কোন বক্সি বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে কোন শিশুকে সোসাই করা হইলে উক্ত বক্সি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত শিশুকে আহার মাতা-পিতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিষিদ্ধ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতা বা অন্য কোন বক্সি দায়ী করা সঙ্গেও শিশু-আদালত বা বোর্ড বা অন্য কোন আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শিশুটিকে অবস্থানভূমিতে আহার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন।

**প্লাতক শিশু
সম্পর্কে কর্তৃীয়**

৬৯। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন এবং এই আইনের অন্যন্য বিধানে ডিনারপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান অথবা যে বক্সির তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য শিশুকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, আহার তত্ত্বাবধান হইতে কোন শিশু প্লায়ন করিলে উক্ত প্লাতক শিশুকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশুর কোন অপরাধ নথিভুক্ত না করিয়া বা আহার বিকলে পৃথক মামলা দায়ের না করিয়া আহারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বক্সির নিকট ফেরতে পার্যবেক্ষণ করিবেন :

অব্যে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্লাতক হইবার কারণে উক্ত শিশু কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্লাতক কোন শিশুকে গ্রেফতার করা হইলে আহারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বক্সির নিকট ফেরৎ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে।

নথম অধ্যায়

শিশু সংশ্লিষ্ট বিশেষ অপরাধসমূহের দণ্ড

**শিশুর প্রতি
নির্ণয়গ্রহ দণ্ড**

৭০। কোন বক্তব্য যদি আহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচার্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপৌড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ বক্তব্যগত পরিচার্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপৌড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ বক্তব্যগত পরিচার্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি হটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুকে
জিক্ষাবৃত্তিতে
নিয়োগের দণ্ড**

৭১। কোন বক্তব্য যদি কোন শিশুকে জিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা জিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান বা দখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন বক্তব্য যদি কোন শিশুকে জিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন বা জিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুর দায়িত্বে
থাকাকালে
নেশাপ্রস্তুত হইবার
দণ্ড**

৭২। শিশুর দখাশুনার দায়িত্বে থাকাকালে কোন বক্তব্যকে যদি প্রকাশ্য স্থানে নেশাপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই কারণে যদি তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুকে
নেশাপ্রস্তুকারী
মাদকপ্রব্যবস্থ ক্রিয়া
বিপজ্জনক ঔষধ
প্রদানের দণ্ড**

৭৩। যদি কোন বক্তব্য অচুহতা বা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগচালনাম্পন্ন ডাঙ্গারের আদেশ বচ্ছৈত কোন শিশুকে নেশাপ্রস্তুকারী মাদকপ্রব্যবস্থ বা ঔষধ প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিনি) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**মাদকপ্রব্যবস্থ ক্রিয়া
বিপজ্জনক ঔষধ
বিশ্রেণের
স্থানসমূহে
প্রয়েশের
অনুমতিদানের
দণ্ড**

৭৪। যদি কোন বক্তব্য কোন শিশুকে মাদক বা বিপজ্জনক ঔষধ বিশ্রেণের স্থানে লইয়া যায় অথবা এইরূপ স্থানের প্রাধিকারী, মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বক্তব্য যদি কোন শিশুকে অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে অথবা কোন বক্তব্য যদি অনুরূপ স্থানে কোন শিশুর গমনের কারণ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিনি) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুকে যাজি
ধরিতে বা ঋণ
গ্রহণে উসকানি
প্রদানের দণ্ড**

৭৫। যদি কোন ব্যক্তি মৌখিকভাবে, লিখিত শব্দ দ্বারা, কোন প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা বা অন্য কোনভাবে কোন শিশুকে কোন যাজি ধরিতে বা পণ রাখিতে অথবা কোন যাজি বা পণজিত্বক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে বা শেয়ার লইতে উসকানি প্রদান করে বা প্রদানের চেষ্টা করে অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে বা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে উসকানি প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) শাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুর নিকট
হইতে দ্রব্যাদি
বন্ধক গ্রহণ বা প্রয়ো
করিয়ার দণ্ড**

৭৬। কোন ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য, তাহা উক্ত শিশুর পক্ষ হইতে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ হইতে প্রদেয় হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২৫ (পাঁচিশ) শাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুকে
যৌনপল্লীতে
থাকিবার
অনুমতিদানের
দণ্ড**

৭৭। (১) ৪ (চার) বৎসরের অধিক বয়সের কোন শিশুকে যৌনপল্লীতে যাও করিতে কিংবা গমনাগমন করিতে সুযোগ বা অনুমতি প্রদান করা যাইবে না :

অব্যে শর্ত থাকে যে, ৪ (চার) বৎসর বয়স অতিশায় হইয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুকে সুবিধাবাধিত শিশু গণ্যভাবে, ক্ষেপ্তব্য, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরে বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) শাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**শিশুকে অসৎ
পথে পরিচালনা
করানো বা
করিতে
উৎসাহদানের দণ্ড**

৭৮। (১) কোন ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার উপ্রাদানকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত করিলে কিংবা যৌনবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিলে বা উজ্জ্বল উৎসাহ প্রদান করিলে অথবা স্বামী বতীত অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক করাইলে বা উজ্জ্বল উৎসাহ প্রদান করিলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রত্যোগিতা হয় যে, কোন শিশু তাহার মাতা-পিতা অথবা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে উপ্রাদানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যের জ্ঞানসারে বা অজ্ঞানসারে অসৎ পথে পরিচালিত হইতেছে বা যৌনবৃত্তিতে লিপ্ত হইয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হইতেছে, তাহা হইলে আদালত এইরূপ শিশুর বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদাবকি করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে,

କ୍ଷେତ୍ରମତ୍, ସଂପିଲ୍ ମାତ୍ରା-ପିତା, ତୁମ୍ଭାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତାଙ୍କ, ଆଇନାନୁଗ ଯା ସୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ମଦମକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିତେ ପାରିବେ।

[ବ୍ୟାସଖ୍ୟ: ଏହି ଧାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହି ଯକ୍ଷି କୋନ ଶିଖକେ ଅମ୍ବ ପଥେ ଯା ଯୋନ୍ୟାଣିତେ ପରିଚାଳିତ କରାଇଯାଛେନ ଯା ତଜ୍ଜନ୍ଯ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଛେନ ସମ୍ମାନ ଗଣ ହେବେ, ଯଦି ଉକ୍ତ ଯକ୍ଷି ଶିଖଟିକେ କୋନ ଯୋନକର୍ମୀ କିଂବା କ୍ଷର୍ତ୍ତ ଚରିତ୍ରେ ସମ୍ମାନ କାହାର ମହିତ ଯାମ କରିତେ ଯା ତାହାର ଅଧୀନ ଚାକୁରିତେ ନିଯୋଜିତ ହେବେ ଯା ଥାକିତେ ଜ୍ଞାତମାରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଯା ଥାକେନ।]

**ଶିଖ ଦ୍ୱାରା
ଆଗ୍ରେସାନ୍ତ୍ର ଯା
ଆବେଦନ ଓ ନିୟିନ୍
ବଞ୍ଚ ବହନ ଏବଂ
ସମ୍ମାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ସଂଘଟନର ଦର୍ଶକ**

୭୯। (୧) ଯଦି କୋନ ଯକ୍ଷି କୋନ ଶିଖ ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରେସାନ୍ତ୍ର ଯା ଆବେଦନ ଓ ନିୟିନ୍ ବଞ୍ଚ ବହନ କରାନ ଯା ପରିବହନ କରାନ, ତାହା ହେଲେ ସଂପିଲ୍ ଯକ୍ଷି ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଅପରାଧ କରିଯାଛେନ ସମ୍ମାନ ଗଣ ହେବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟ ତିନି ଅନ୍ୟଧିକ ୩ (ତିନି) ବନ୍ଦମର କାରାଦନ୍ତ ଅଥବା ଅନ୍ୟଧିକ ୧ (୧କ) ଲକ୍ଷ ଟାକା ଅର୍ଥଦନ୍ତ ଅଥବା ଉତ୍ସ ଦର୍ଶ ଦର୍ଶିତ ହେବେନ।

(୨) କୋନ ଯକ୍ଷି ଶିଖ ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱମ୍ପନ୍ତ ଯା ତୁମ୍ଭାବଧାନକାରୀ ଇଉକ, ଯା ନା ଇଉକ, କୋନ ଶିଖକେ ସମ୍ମାନ ଯିରୋଧୀ ଆଇନ, ୨୦୦୯ (୨୦୦୯ ମନେର ୧୬ ନଂ ଆଇନ) ଏର ଧାରା ୬ ଏ ଉପ୍ଲିଥିତ କୋନ ସମ୍ମାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୋଜିତ କରିଲେ ଯା ସେବାର କରିଲେ ତିନି ହ୍ୟେଁ ଉକ୍ତ ସମ୍ମାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନର ଅପରାଧ କରିଯାଛେନ ସମ୍ମାନ ଗଣ ହେବେ ଏବଂ ତଜ୍ଜନ୍ଯ ତିନି ଉକ୍ତ ଧାରାଯ ଉପ୍ଲିଥିତ ଦର୍ଶ ଦର୍ଶିତ ହେବେନ।

**ଶିଖକେ ଶୋଷଣେର
ଦର୍ଶ**

୮୦। (୧) ଶିଖ-ଆଦାନତ କର୍ତ୍ତକ ଶିଖ ଜିମ୍ବାଦାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ପ୍ରତିପାଲନର ଦାୟିତ୍ୱମ୍ପନ୍ତ ଯକ୍ଷି ଯା ଅନ୍ୟ କୋନ ଯକ୍ଷି ଯଦି କୋନ ଶିଖକେ ଭ୍ରତେର ଚାକୁରୀ ଯା ଶ୍ରମ ଆଇନ, ୨୦୦୬ ଏର ବିଧାନ ମୋତାବେକ କୋନ କାରାଥାନା କିଂବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ କାଜେ ନିଯୋଗେର କଥା ସମ୍ମାନ ହସ୍ତଗତ କରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଶିଖକେ ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥେ ଶୋଷଣ କରେ, ଆଟକାଇୟା ରାଥେ ଅଥବା ତାହାର ଉପାର୍ଜନ ଭୋଗ କରେ, ତାହା ହେଲେ ଉତ୍ସ ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଅପରାଧ ହିସାବେ ଗଣ ହେବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟ ସଂପିଲ୍ ଯକ୍ଷି ଅନ୍ୟଧିକ ୨ (ଦୁଇ) ବନ୍ଦମର କାରାଦନ୍ତ ଅଥବା ଅନ୍ୟଧିକ ୫୦ (ପାଁଚ) ବନ୍ଦମର କାରାଦନ୍ତ ଅଥବା ଅନ୍ୟଧିକ ୧ (୧କ) ଲକ୍ଷ ଟାକା ଅର୍ଥଦନ୍ତ ଅଥବା ଉତ୍ସ ଦର୍ଶ ଦର୍ଶିତ ହେବେନ।

(୨) ଶିଖ-ଆଦାନତ କର୍ତ୍ତକ ଶିଖ ଜିମ୍ବାଦାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ ଯା ପ୍ରତିପାଲନର ଦାୟିତ୍ୱମ୍ପନ୍ତ ଯକ୍ଷି ଯା ଅନ୍ୟ କୋନ ଯକ୍ଷି ଯଦି କୋନ ଶିଖକେ ଭ୍ରତେର ଚାକୁରୀ ଯା ଶ୍ରମ ଆଇନ, ୨୦୦୬ ଏର ବିଧାନ ମୋତାବେକ କୋନ କାରାଥାନା କିଂବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ କାଜେ ନିଯୋଗେର କଥା ସମ୍ମାନ ହସ୍ତଗତ କରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଶିଖକେ ଅମ୍ବ ପଥେ ଚାଲିତ କରେ ଯା ଯୋନକର୍ମ କିଂବା ନୌତି-ଗର୍ହିତ କୋନ କାଜେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ଝୁକିର ମମ୍ମୁଖୀନ କରେ, ତାହା ହେଲେ ଉତ୍ସ ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଅପରାଧ ହିସାବେ ଗଣ ହେବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପରାଧେର ଜନ୍ୟ ସଂପିଲ୍ ଯକ୍ଷି ଅନ୍ୟଧିକ ୫ (ପାଁଚ) ବନ୍ଦମର କାରାଦନ୍ତ ଅଥବା ଅନ୍ୟଧିକ ୧ (୧କ) ଲକ୍ଷ ଟାକା ଅର୍ଥଦନ୍ତ ଅଥବା ଉତ୍ସ ଦର୍ଶ ଦର୍ଶିତ ହେବେନ।

(୩) କୋନ ଯକ୍ଷି ଉପ-ଧାରା (୧) ଯା (୨) ଏ ଉପ୍ଲିଥିତ ପଦ୍ଧତିତେ ଶୋଷଣ କାଜେ ଲାଗାନୋ ଶିଖ ଶ୍ରମେର ଫଳ ଭୋଗ କରିଲେ ଅଥବା ନୈତିକତା ଯିନୋଦନେର କାଜେ ଶିଖକେ ସେବାର କରିଲେ ତିନି ସଂପିଲ୍ ଯକ୍ଷି ଦୁଷ୍ଟମ୍ରେ ସହାୟତା ଜନ୍ୟ ଦାରୀ ହେବେନ।

সংবাদ মাধ্যম
কর্তৃক কেন
গোপন কৰ্ত্ত
প্রকাশের দণ্ড

৮১। (১) ২৪[***] বিচারাধীন কেন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কেন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রতঙ্গ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

(২) কেন বক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কেন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত রাখাসহ উহাকে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

শিশুকে পলায়নে
সহায়তার দণ্ড

৮২। কেন বক্তি, জাতসারে প্রতঙ্গ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, নিরাপদ স্থান বা বিকল্প পছাড় দায়িত্বপ্রাপ্ত বক্তির তত্ত্বাবধান হইতে কেন শিশুকে,-

(ক) পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে বা প্রচুর করিলে; অথবা

(খ) পলায়ন করিয়ার পর আশ্রয় প্রদান করিলে, লুকাইয়া রাখিলে বা দুনুয়ায় উক্ত স্থান বা বক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা প্রদান করিলে বা বাধা প্রদানে সাহায্য করিলে,-

তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা তথ্য
প্রদানের ক্ষতিপূরণ

৮৩। কেন বক্তি এই আইনের অধীন কেন মামলার কার্যক্রমে কেন আদালতে কেন শিশুর সম্পর্কে যদি এমন কেন তথ্য প্রকাশ করেন যাহা মিথ্যা, বিরক্তিকর বা তুষ্ণ প্রকৃতির তাহা হইলে আদালত, প্রয়োজনীয় অদ্য সাপেক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করা হয় তাহার অনুকূলে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে যেকোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাদ প্রদান করিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করিতে এবং অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্বম কারাদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে :

অব্যে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদানের পূর্বে, তথ্য প্রদানকারীর বিলুপ্তি কেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়ার আদেশ প্রদান করা হইবে না অদ্যমে কারণ দর্শাইয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং তথ্য প্রদানকারী কেন কারণ প্রদর্শন করিলে তাহা বিদেশনায় নহিতে হইবে।

দশম অধ্যয়

বিকল্প পরিচর্যা, ইত্যাদি

বিকল্প পরিচর্যা
(alternative

୮୪। (୧) ମୁଖ୍ୟାବଧିତ ଶିଶୁ ଏবଂ ଆହେନେର ସଂସର୍ଜନ ଆଗା ଶିଶୁ, ଯାହାଦେର ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରକ୍ଷା, ସମ୍ପ୍ରଦୟ-ପରିଚ୍ୟା ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହାଦେର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂକ୍ଷ୍ଟିକ, ଆର୍ଥିକ, ନ୍ତାପ୍ରିକ, ମନ୍ଦ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଟ୍ଟ୍ରୁମି ବିବେଚନାପୂର୍ବକ, ମାର୍କିକ କଲ୍ୟାନ ଓ ମର୍ଦୋତ୍ସମ ଦ୍ୱାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତକଲ୍ୟେ, ବିକଳ୍ପ ପରିଚ୍ୟାର (alternative care) ଉଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ କରା ଯାଇବେ:

ଅବେ ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, ବିକଳ୍ପ ପରିଚ୍ୟାର ପ୍ରେରଣେର ପୂର୍ବେ ଧାରା ୯୨ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ଯାଚାଇ (assessment) ସଂଶୋଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ ବିବେଚନା କରିତେ ହେବେ,

(୨) ବିକଳ୍ପ ପରିଚ୍ୟାର ଉଦ୍ଦାୟ ଓ ଧରନ ନିର୍ଧାରଣ କରିବାର ସମୟ ଶିଶୁର ମାତା-ପିତାର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣେର (re-integration) ବିଷୟଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଅଭିକାରଭିତ୍ତିରେ ବିବେଚନା କରିତେ ହେବେ :

ଅବେ ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, ମାତା-ପିତାର ମଧ୍ୟେ ବିଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ଥାକିଲେ ଯା ଅନ୍ତ କୋନ କାରଣେ ଆହାରା ପୃଥକ୍ଭାବେ ସମ୍ବାଦ କରିଲେ, ସତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶିଶୁର ମତାମତକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ, ମାତା-ପିତାର ମଧ୍ୟେ ଯେ କୋନ ଏକଜ୍ଞନେର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣ କରିତେ ହେବେ :

ଆରା ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, ଶିଶୁର ମତାମତକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନେର ପୂର୍ବେ ମାତା-ପିତାର ପୃଥକ୍ଭାବେ ସମ୍ବାଦେର କାରଣମତ୍ତେ ଆହାରାର ଚାରିଶିକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ହେତୁ ହେବେ,

(୩) ଉପ-ଧାରା (୨) ଏର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାତା-ପିତାର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନା ହେଲେ, ସର୍ବିତ ପରିବାରେର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣ କରା ଯାଇବେ, ଅଥବା ମାତା-ପିତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତୁଳ୍ବାଦାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଥବା ଆହନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା ଅନ୍ତ କୋନ ଉପସୁକ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ନିକଟ ମାଜଭିତ୍ତିକ ଏକୀକରଣେ (community based integration) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପ୍ରେରଣ କରା ଯାଇବେ।

(୪) ଉପ-ଧାରା (୨) ଓ (୩) ଏ ଉଲ୍ଲିଖିତଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ କରା ଯାଇବେ ଯାହା ନା ହେଲେ ସଂପର୍କେ ଶିଶୁରେ ଧାରା ୮୫ ତେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କୋନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ପ୍ରେରଣ କରିତେ ହେବେ ଏବଂ ଶିଶୁଟିକେ ଯାହାତେ ଆହାର ମାତା-ପିତାର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣ କରା ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଭାବେ ମରକାର ସଂପର୍କେ ମାତା-ପିତାକେ ପୁନର୍ବାସନେର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ କରିବେ।

(୫) ଉପ-ଧାରା (୨) ଏ ଯାହା କିଛିନ୍ତି ଥାକୁକ ନା କେନ, କୋନ ଯୁକ୍ତିମଧ୍ୟ କାରଣେ ଯଦି ଏହଙ୍କାପ ପ୍ରତୀଯମାନ ହେ ଯେ, ଶିଶୁର ମାତା-ପିତା ଶିଶୁରେ କୋନ ଅନେତିକ ଯା ବେଆଇନ୍ରୀ କୋନ କାଜେ ନିଯୋଜିତ କରିତେ ପାରେ ଆହା ହେଲେ, ଉକ୍ତ ମାତା-ପିତାର ଉକ୍ତଙ୍କାପ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟେର ଜନ୍ମ, ଶିଶୁରେ ଧାରା ୮୫ ତେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କୋନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ପ୍ରେରଣ କରିତେ ହେବେ ଏବଂ ଶିଶୁଟିକେ ଯାହାତେ ଆହାର ମାତା-ପିତାର ମହିତ ପୁନଃଏକୀକରଣ କରା ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଭାବେ ମରକାର ସଂପର୍କେ ମାତା-ପିତାକେ ପୁନର୍ବାସନେର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ କରିବେ।

(୬) ବିକଳ୍ପ ପରିଚ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପଦ୍ଧତି ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଷୟାବଳୀ ଯିଥି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ହେବେ।

**ମୁଖ୍ୟାବଧିତ
ଶିଶୁରେ ଜନ୍ମ
ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ
ପରିଚ୍ୟା**

୮୫। ମୁଖ୍ୟାବଧିତ ଯେ ମନ୍ତ୍ରନ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଧାରା ୮୪ ଏବଂ ଉପ-ଧାରା (୨) ଓ (୩) ଅନୁଯାୟୀ ମାତା-ପିତାକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିଚ୍ୟା ଯା ଆ-ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ପରିଚ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରା ଯାଇବେ ନା, ଅଧିଦ୍ୱାରା, ଏତୁଦେଶ୍ୟେ ମରକାର ପ୍ରଣୀତ ନୀତିମାଳାର ଆଲୋକେ, ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ପରିଚ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ,
ଯଥା :

- (ক) মরকারি শিশু পরিবার;
- (খ) ছোটমণি নিয়াম;
- (গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র;
- (ঘ) মরকারি আশ্রয় কেন্দ্র; এবং
- (ঙ) মরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

**বিকল্প পরিচর্যা
নির্ধারণকারী**

৮৬। শিশু কল্যাণ বোর্ড বা প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় আনিয়া শিশুর জন্য সবচাইতে উদযুক্ত পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ করিবেন।

**অধিদপ্তর কর্তৃক
বিকল্প পরিচর্যা
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা**

৮৭। অধিদপ্তর এই আইনের অধীন বিকল্প পরিচর্যার নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :-

- (ক) শিশুর যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করিবার জন্য তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তব্যধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে কাউন্সেলিংসহ প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;
- (খ) শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকৌকরণের লক্ষ্যে কাউন্সেলিংসহ যথাযথ ও যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (গ) দফা (ক) এবং (খ) তে বর্ণিত বিষয়সমূহের বাস্তব অবস্থা ও তথ্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্য যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

**বিকল্প পরিচর্যার
মেয়াদ ও অনুসরণ
(Follow-up)**

৮৮। (১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণে বিকল্প পরিচর্যার মেয়াদ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি হইতে পারিবে।
(২) প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু এবং তাহার পরিবারের অভিভাব বিবেচনায় লইয়া গৃহীত বিকল্প পরিচর্যা নির্দিষ্ট বিবরিতে পুনর্বিবেচনা করিবেন।
(৩) নির্দিষ্ট বিবরিতে পুনর্বিবেচনার অংশ হিসাবে প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন এবং, ক্ষেপ্তব্য, জেলা বা উদ্জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা অধিদপ্তরকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিবেন।
(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পুনর্বিবেচনার ওপর ভিত্তি করিয়া প্রবেশন কর্মকর্তা প্রয়োজনে, এই আইনের অধীন অন্য কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনার জন্য অধিদপ্তরের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।

সুবিধাবৃক্ষিত শিশু

৮৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত শিশুগণ সুবিধাবৃক্ষিত শিশু হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-

- (ক) যে শিশুর মাতা-পিতার যেকোন একজন বা উভয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে;
- (খ) আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবকহীন শিশু;
- (গ) নির্দিষ্ট কোন গৃহ বা আবাসস্থলহীন এবং জীবনধারণের জন্য দৃশ্যমান অবলম্বনহীন কোন শিশু;
- (ঙ) কারাজোগরত মাতা-পিতার ওপর নির্ভরশীল বা কারাজোগরত মাতার সহিত কারাগারে অবস্থানরত শিশু;
- (চ) যৌন নির্যাতন বা হয়রানির শিকার শিশু;
- (ছ) যৌনবৃত্তি বা সমাজবিবোধী বা রাষ্ট্রবিবোধী কার্যে নিয়োজিত কোন বক্তি বা অপরাধীর বাসস্থান বা কর্মসূলে অবস্থানকারী বা গমনাগমনকারী শিশু;
- (জ) যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু;
- (ঝ) মাদক বা অন্য কোন কারণে অস্বাভাবিক আচরণগত সমস্যাযুক্ত শিশু;
- (ঞ) অসৎ সঙ্গে পতিত বা নেতৃত্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা অপরাধ জগতে প্রবেশের ঘূর্ণিয় সম্মুখীন শিশু;
- (ট) বষ্টিতে বসবাসকারী শিশু;
- (ঠ) রাস্তা-থাটে বসবাসকারী গৃহহীন শিশু;
- (ড) হিজড়া শিশু;
- (ঢ) বেদে ও থরিজন শিশু;
- (ণ) এইচআইডি-এইড্স এ আক্রান্ত (infected) বা ঝর্তিগ্রস্ত (affected) শিশু; অথবা
- (ত) শিশু-আদালত বা বোর্ড কর্তৃক বিবেচিত কোন শিশু, যাহার বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- (২) সরকার সুবিধাবল্পিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, যিনি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

**বক্তি বা সংস্থা
কর্তৃক শিশুকে
প্রেরণ, ইত্যাদি**

- ৯০। (১) কোন বক্তি বা সংস্থা সুবিধাবল্পিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপণত, এতদ্ব্যাপ্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত বক্তি বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট শিশুকে বা উক্ত সংবাদ-
- (ক) নিকটস্থ থানায়, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর নিকটে প্রেরণ করিবেন; অথবা
- (খ) অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।
- (২) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী সুবিধাবল্পিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপণত, এতদ্ব্যাপ্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্তরূপ প্রাপ্তি সংশ্রান্ত তথ্য যিনি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং-

(ক) আইনের সংস্পর্শে আমা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপ্তব্য, উথার সংযোগ সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্তৃকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) সুবিধাবান্ধিত শিশুকে বা, ক্ষেপ্তব্য, উথার সংযোগ অধিদপ্তর বা উথার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৩) অধিদপ্তর বা উথার কোন কার্যালয় সুবিধাবান্ধিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আমা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপ্তব্য, এতদ্ব্যাপ্ত কোন সংযোগ প্রাপ্ত হইলে, উক্তকার্য প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবে এবং-

(ক) আইনের সংস্পর্শে আমা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপ্তব্য, উথার সংযোগ সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্তৃকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে; এবং

(খ) সুবিধাবান্ধিত শিশুর বিষয়ে, ক্ষেপ্তব্য, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পুলিশ কর্তৃক শিশুকে প্রেরণ

৯১। (১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা সুবিধাবান্ধিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আমা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেপ্তব্য, এতদ্ব্যাপ্ত কোন সংযোগ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শিশুকে প্রাপ্ত হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা আইনের সংস্পর্শে আমা শিশু এবং আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সুবিধাবান্ধিত শিশুর ক্ষেত্রে, ক্ষেপ্তব্য, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী, প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে অধিদপ্তর বা উথার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

শিশুর যাচাই (Assessment)

৯২। (১) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত শিশুকে ধারা ৮৫ তে উল্লিখিত প্রতিশ্রূতি বা অন্ত কোন ‘নিরাপদ স্থানে’ রাখিয়া প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যাচাই করিবেন এবং তাহার সামগ্রিক উন্নয়ন নিষিঠকল্পে এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী শিশুর প্রকৃত অবস্থাসহ শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তপ্তাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেপ্তব্য, বর্ণিত দরিয়ারের সদস্যকে খুঁজিয়া যাহিব করিবেন।

শিশুকল্পণ বোর্ড- এ ও অন্য উপস্থাপন

৯৩। (১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিষিঠকল্পে প্রবেশন কর্মকর্তা উথার নিকট রাখিত ও প্রাপ্ত সকল অথবা নিয়মিতভাবে ‘বোর্ড’ এর সদস্য-সচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুকল্পণ বোর্ড-এ উপস্থাপন করিবেন এবং উথার একটি অনুলিপি অধিদপ্তরের মহাদায়িচালক ব্যাবহারে প্রেরণ করিবেন।

(২) জেলা এবং, ক্ষেপ্তব্য, উপজেলা শিশুকল্পণ বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অথবা পর্যালোচনা করিবে এবং শিশুর সার্বিক কল্পণার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

[বিলুপ্ত]

২৫[***]

**একাদশ অধ্যয়ন
বিধিবিদ্যালয়ে**

**বিধি প্রণয়নের
শৈলী**

৯৫। সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**আইনের কার্যকর
বাস্তবায়নে
সরকারের দায়িত্ব**

৯৬। সরকার এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্বিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

**অসমিতা
দুরীকরণ**

৯৭। এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসমিতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানালয়ীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অসমিতা দূর করিতে পারিবে।

**সরল বিশ্বাসে কৃত
কাজকর্ম রক্ষণ**

৯৮। এই আইন বা অন্যীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্যে ছিল বলিয়া বিবেচিত কোন কার্যের জন্য কোন বক্তৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট বক্তৃর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফোর্জিদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যবারা রূজু করিতে পারিবেন না।

**ইংরেজীতে
অনুদিত পাঠ
প্রকাশ**

৯৯। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিবরণের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**রাহিতকরণ ও
হেফাজত**

১০০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, রাহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাহিত হওয়া সঙ্গেও উক্ত Act এর অধীন-

(ক) কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্ড হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার ভাবিতে অনিষ্টন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্ট করিতে হইবে;

(গ) নিষ্পত্তাধীন মামলার ধারাবাহিকতায় প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে (certified institute or remand home) অবস্থানরত শিশুর অবস্থান এই আইনের বিধান অনুসারে পূর্বের নম্য একইরূপে অবস্থাত থাকিবে;

(ঘ) দায়েরকৃত অনিষ্টনাধীন মামলাসমূহ যে সকল কিশোর আদালতে বিচারাধীন রাখিয়াছে উক্ত মামলাসমূহ উক্ত শিশু-আদালতসমূহের মাধ্যমেই এমনভাবে নিষ্ট করিতে হইবে যেন উক্ত Act রাহিত ও

ବିଲୁପ୍ତ ସ୍ୟ ନାହିଁ;

- (୬) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିଶୋର ଉନ୍ନযନ କେନ୍ଦ୍ର, କିଶୋରୀ ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଯା ନିବାସମହ ଅନନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେ ନାମେହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏକ ନା କେନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ ନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମନଙ୍କାବେ ଉଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖିବେ ସେଇ ଉଥରା ଏହି ଆଇନର ଅର୍ଥିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯା ପ୍ରତ୍ୟେତ ହେଇଯାଛେ;
- (୭) ମାତ୍ରା-ଦିଗର ଅବାଧ କୋନ ଶିଖକେ କୋନ ଶିଖ ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଯା ପ୍ରତ୍ୟେତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଆଟକ ରାଖା ହିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଆଟକାବଜ୍ଞାୟ ଥାଫିଲେ, ସେ ମେଯାଦେର ଜନ୍ମ ତାହାଦେର ଆଟକ ରାଖା ହେଇଯାଛେ ସେହି ମେଯାଦ ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇ ସମେ ତାହାଦିଗକେ ମାତ୍ରା-ଦିଗର ଯା ଅଭିଭାବକେର ନିକଟ ଫେରତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହେଇଯେ।

୧ ଦରା (୧୬କ) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୨(କ) ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୨ ଦରା (୧୮) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୨(ଖ) ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୩ ଧାରା ୧୫ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୩ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୪ ଧାରା ୧୫କେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୪ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୫ ଧାରା ୧୬ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୫ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୬ ଉପ-ଧାରା (୧) ଓ ଉପ-ଧାରା (୨) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୬(କ) ଧାରାବଳେ ବିଲୁପ୍ତ।

୭ ଉପ-ଧାରା (୩) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୭(ଥ) ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୮ ଧାରା ୧୮ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୮ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୯ “କିନ୍ତୁ-ଆଦାନତ କର୍ତ୍ତକ” ଶଦ୍ଵଳି ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୮ ଧାରାବଳେ ବିଲୁପ୍ତ।

୧୦ “ଶିଖ ଆଦାନତ” ଶଦ୍ଵଳି “ଶାଳୀନତ ଯା ନେତ୍ରିକତା” ଶଦ୍ଵଳିର ପୂର୍ବେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୯ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୧ “ବିଚାରକାଳୀନ” ଶଦ୍ଵଳି ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୦(କ) ଧାରାବଳେ ବିଲୁପ୍ତ।

୧୨ “ବିଚାରକାଳୀନ” ଶଦ୍ଵଳି ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୦(ଖ) ଧାରାବଳେ ବିଲୁପ୍ତ।

୧୩ ଉପ-ଧାରା (୩) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୧ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୪ “ଆଇନର ପରିତ ପରିଧାତେ ଜଡ଼ିତ କୋନୋ ଶିଖ” ଶଦ୍ଵଳି “କୋନ ଆମାରୀ” ଶଦ୍ଵଳିର ପରିଯାରେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୨ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୫ “ଯତ୍ନୁର ମସ୍ତ୍କ,” ଶଦ୍ଵଳି ଓ କମ୍ବା “ଧାରା ୧୭ ଏବଂ ଉପ-ଧାରା (୨) ଏବଂ ଯିଧାନ ଅନୁମାରେ,” ଶଦ୍ଵଳି, ସଂଖ୍ୟାଶ୍ରଳି, ବଜ୍ରନୀ ଓ କମ୍ବା ପରିଯାରେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୩ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୬ “ଆଇନର ପରିତ ପରିଧାତେ ଜଡ଼ିତ କୋନୋ ଶିଖ” ଶଦ୍ଵଳି “କୋନ ଆମାରୀ” ଶଦ୍ଵଳିର ପରିଯାରେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୪ ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୭ “ଦୋଷୀ ମାଦ୍ୟମକ୍ରତ ଶିଖର ପିତା-ମାତ୍ରା ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ସେର ଅବତରମାନେ ତଥାବଧାନକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଯା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଅର୍ଥବା ଆଇନାନୁଗ ଯା ବୈଧ ଅଭିଭାବକ ଯା, କ୍ଷେତ୍ରମତ, ସର୍ବିତ୍ତମାନର ମନ୍ଦମନ୍ଦରେ” ଶଦ୍ଵଳି “ଆସାମୀର” ଶଦ୍ଵଳିର ପରିଯାରେ ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୪ (କ) ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

୧୯ ଉପ-ଧାରା (୨) ଶିଖ (ମଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମନେର ୫୪ ନଂ ଆଇନ) ଏବଂ ୧୫ (ଖ) ଧାରାବଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ।

- ২০ “অভিযোগ দায়ের, শব্দশুলি ও কমা “এই আইনের অধীন” শব্দশুলির পরিবর্তে শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ১৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
- ২১ “বিচার প্রতিক্রিয়ার ঘকল পর্যায়ে” শব্দশুলি শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ১৭(ক) ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ২২ “বিচার প্রতিক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট” শব্দশুলি শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ১৭(খ) ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ২৩ “বিচার প্রতিক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে” শব্দশুলি শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ১৮ ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ২৪ “এই আইনের অধীন” শব্দশুলি শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ১৯ ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ২৫ ধারা ৯৪ শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন) এর ২০ ধারাবলে বিলুপ্ত।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs